বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২৪

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২৪

উপদেষ্টা
ইকবাল উদ্‌দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধান
পরিচালনা পরিষদ
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

নির্দেশনা
মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা
এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়
মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশনা ও স্বত্বাধিকার
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণে
মার্স কমিউনিকেশন
১/২/বি (লেভেল ৪), কমলাপুর বাজার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২৪৫৪৩, মোবা : ০১৭১১-০২১০০৩

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাণী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক রেজুলিউশন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কোম্পানি অ্যাক্ট এর আওতায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের পশ্চাদপদ তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মরত এনজিওসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত অনুদানের পাশাপাশি বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এ বরাদ্দ থেকে কার্যকর প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দেশের ৫টি নির্বাচিত গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' বাস্তবায়ন চলছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিএনএফ সর্বমোট ২০৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ২০.৮৪ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিএনএফ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সহযোগী সংস্থাসমূহ যথাসময়ে গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি আদায় করে বিএনএফ এর Revolving Fund এ জমা করে এবং এ জমাকৃত অর্থ পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ফাউন্ডেশনকে তার লক্ষ্য অর্জনে নিরলস সহায়তা করে যাচ্ছে। তাঁদের সকলের প্রতি ফাউন্ডেশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে যথাযথ পরামর্শ ও দিকনির্দেনার লক্ষ্যে এ অফিসের কর্মকর্তা ছাড়াও অভিজ্ঞ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ রয়েছেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও স্থানীয় প্রশাসনের মূল্যবান পরামর্শও আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তার কর্মপ্রকৃতি ও পরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সচেষ্ট। যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মী ও হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ এর অর্থায়নে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামমাত্র কন্ট্রিবিউশনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ মোট ৩,৪৯৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সহসাই এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষিত হতে যাচ্ছে। নিজস্ব ভবনে বিএনএফ এর কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা নিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ফাউন্ডেশনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

ইকবাল উদ্‌দীন আহমেদ চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাণী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) নিয়মিত প্রকাশনা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন (২০০৫ খ্রি.) থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সবার জন্য টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ফাউন্ডেশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফাউন্ডেশনের ১,১৪৮টি সহযোগী সংস্থা (এনজিও) রয়েছে। সংস্থাসমূহ স্ব-স্ব এলকায় দুঃস্থ, হতদরিদ্র, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসহায় বিধবা ও প্রতিবন্ধী মানুষের তালিকা তৈরি করে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করে। ফাউন্ডেশন সেবাভোগীর তালিকা যথাযথভাবে যাচাই করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মোতাবেক স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করছে।

বিএনএফ-এর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যাতে সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে লক্ষ্যে বিএনএফ সর্বোচ্চ সতর্কতা, আন্তরিকতা ও মানবিক দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করে থাকে। বিএনএফ-এর প্রধান লক্ষ্যই হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যেমে সঠিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা; আর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে এবং দেশের অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত হবে।

বিএনএফ তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও দারিদ্র্য দূরীকরণে সফলতা দেখিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন ৪০০টি সহযোগী সংস্থাকে ১৪.৯৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে; ফলশ্রুতিতে ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ২৭ হাজার মাহিলা ও ১৩ হাজার পুরুষসহ মোট ৪০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও শক্তিশালী অবকাঠামো বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করছে যা সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়ক হচ্ছে। দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিএনএফ একটি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, সরাসরি কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে না অর্থাৎ বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমেই তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দারিদ্র্যবিমোচনে রাষ্ট্রীয় অর্জনে বিএনএফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যে অর্জনগুলোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক নন্দিত হয়েছে সে অর্জনগুলোর সাথে যুক্ত থাকায় বিএনএফ গর্ববোধ করতে পারে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকাণ্ড হতদরিদ্রদের জন্য; এদেশের হতভাগ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজির ১৭টি গোলের মধ্যে ৯টি গোলকে নিজেদের কর্মসূচিসমূহের সাথে সমন্বয় করে সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সদিচ্ছা আর উন্নয়নের সমন্বয় ঘটলে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে প্রণীত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) পূরণে বাংলাদেশ যে বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিএনএফ মূলত ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশান, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সৌর বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবারের উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন, জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের দিক-নির্দেশনা, সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত অবস্থান, সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি, কার্যকরী সহযোগিতা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ বিএনএফ-এর কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে। বিএনএফ-এর সাধারণ পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম একে

দিয়েছে কর্মগাম্ভীর্য, গতি-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনুপ্রেরণা। আর তাই বিএনএফ-এর অনির্বাণ আলোয় আলোকিত হচ্ছে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শিখায় উদ্ভাসিত হচ্ছে আমাদের প্রাণ প্রিয় বাংলাদেশ।

বিএনএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে গড়ে ওঠা সাংগঠনিক সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে ফাউন্ডেশন আরও বড় ধরনের দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করতে সক্ষম। কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন সরেজমিনে নজরদারি করায় সহযোগী সংস্থাসমূহের ফাঁকি দেওয়ার বা বরাদ্দকৃত অর্থের অপব্যবহার করার তেমন কোন সুযোগ নেই। তাই বিএনএফ-এর কার্যক্রমের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সুষমভাবে দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব। এ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে বাড়ানো হলে এদেশের দারিদ্র্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

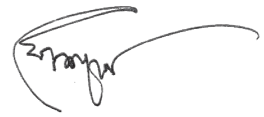

মোঃ শাহজাহান

BANGLADESH NGO FOUNDATION

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার, বেসরকারি খাত ও এনজিও সকলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন পদক্ষেপ সেই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

জাতীয় পর্যায়ে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত বিপুল সংখ্যক এনজিওসমূহ প্রয়োজনীয় তহবিলের জোগান পেলে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকারের গৃহীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রম এবং পশ্চাদপদ বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন বিশেষভাবে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্মিলন ঘটানোর জন্য যে সকল এনজিও কাজ করছে তাদের অর্থায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আয় বর্ধনমূলক কাজ হিসেবে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রদান, বাঁশ-বেতের কাজ, মুদি ব্যবসা ও তাঁত শিল্পে উপকরণ দিয়ে সহায়তা; সেলাই মেশিন প্রদান, রিকশা, ভ্যান প্রদান, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন-মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ এবং সেবামূলক কাজ হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ, ঘর নির্মাণ, নলকূপ ও গভীর নলকূপ স্থাপন, বৃত্তি প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র মানুষ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে এ সকল উপকরণ, প্রশিক্ষণ ও সেবা পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান ও স্বাবলম্বী হচ্ছেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সর্বমোট ২০৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এ অনুদানে প্রায় ২১ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য হ্রাস, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন পরিচালিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে সরকার সার্বিক সহায়তা করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করায় সহযোগী সংস্থাসমূহকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

ড. দেলোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৩-২৪)

জনাব ইকবাল উদ্‌দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান

জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান
ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সাবেক সিনিয়র সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৩-২৪)

জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)

জনাব এস এন কৈরী
চেয়ারপার্সন
আরডিআরএস-বাংলাদেশ

জনাব জাকির হোসেন
চেয়ার
ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক রেজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় 'অফিস অব দ্যা রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস' কর্তৃক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্যবিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিও সংশ্লিষ্ট সে সকল সংস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন এবং দক্ষ জনবল তৈরি ও সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিএনএফ এর মূল উদ্দেশ্যে।

বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একথা অনস্বীকার্য, উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই জনগণ এবং জনগণই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি' শীর্ষক বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল দর্শন হলো-কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না, যা ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজির আওতায় ১৭টি মূল অভীষ্ট থেকে ৩৯টি সূচককে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এসডিজির বাস্তবায়ন গতি কোভিড-১৯ মহামারি ও ইউরোপে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অনেকটা হুমকির মুখে পড়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার জোরালো ভূমিকা পালন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯টি অভীষ্টসহ ৩০টির অধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, কৃষি, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু পালন, সৌর বিদ্যুৎ এবং বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, গবাদি পশু পালনের জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া ও গাড়ল প্রদান ও ইহা পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান; হতদরিদ্রদের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিএনএফ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও তাদের কর্মীদের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

সরকার 'কোভিড-১৯' জনিত বৈশ্বিক মহামারির কারণে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত উজ্জীবন ঋণ এবং পিছিয়ে পড়া ও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করা জনগণকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ৫০.০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। বিএনএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিএনএফ এ কর্মসূচিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানের আওতায় সর্বমোট ১২.৭৯ কোটি টাকার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মসূচিসমূহকে সফলভাবে বাস্তবায়নে সার্বক্ষণিক সহায়তা করে যাওয়ায় তাদের প্রতি এ প্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে সহযোগী সংস্থাসমূহ নিষ্ঠার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কাঙ্খিত অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

৩ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ
৩ সাধারণ পরিষদ
৫ পরিচালনা পরিষদ
৬ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৩-২৪)
৭ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৫ অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া
২৭ অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা
২৯ বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৩৮ বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৪৪ বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৪৫ বিএনএফ-এর পরিরীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ
৪৬ কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন
৪৭ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিএনএফ বার্তা
৪৮ সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
৫০ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা
৫১ বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান
৫৩ কক্সবাজারে বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন
৫৪ ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান

তৃতীয় অধ্যায়

৫৯ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি
৬১ সাফল্যগাথা (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ)

চতুর্থ অধ্যায়

৭৩ তহবিল ব্যবস্থাপনা
৭৫ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

প্রথম অধ্যায়

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ
  - সাধারণ পরিষদ
  - পরিচালনা পরিষদ
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৩-২৪)
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ

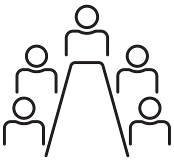

- সাধারণ পরিষদ
- পরিচালনা পরিষদ
- চেয়ারম্যান
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ গঠন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(ii) বিধানমতে দারিদ্র্যবিমোচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। এছাড়া, আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(v) বিধানমতে যে সব এনজিও সরকারের নিকট হতে নিবন্ধিত, যারা সর্বনিম্ন ৩ বছর ধরে দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে, যারা বিএনএফ এর আয়বিধায়ক তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে এরূপ ৭টি এনজিওকে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ৭টি এনজিও ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

(১) ব্র্যাক;

(২) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন;

(৩) স্বনির্ভর বাংলাদেশ;

(৪) ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ;

(৫) আরডিআরএস-বাংলাদেশ;

(৬) ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এবং

(৭) ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(iii) বিধানমতে সহযোগী সংস্থার মধ্য হতে নিম্নোক্ত ৫টি সহযোগী সংস্থাকে দুই বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

(১) রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ), রংপুর;

(২) সমাধান, যশোর;

(৩) নারী উন্নয়ন শক্তি, ঢাকা;

(৪) সুশীলন, সাতক্ষীরা এবং

(৫) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, বগুড়া ।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী :

- বিএনএফ এর নিয়ম, প্রবিধান প্রণয়ন;
- পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন;
- বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
- বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন;
- অডিটর নিয়োগ ও তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং
- বিএনএফ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২৩-২৪)

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
১	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান সাবেক চেয়ারম্যান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সাবেক সচিব	সদস্য
৪	জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান হাউস # ২/৪, ব্লক # সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
৫	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সাবেক সচিব	সদস্য
৬	জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সাবেক সিনিয়র সচিব	সদস্য
৭	ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	সদস্য
৮	জনাব মুহম্মদ খালেদ শামস সাবেক সচিব	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
৯	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস সাবেক অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
১০	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-১২ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) হাউজ-৫৫৪, রোড-৯, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, আরডিআরএস-বাংলাদেশ হাউজ-৪৩, রোড-১০, সেক্টর-৬, উত্তরা ঢাকা-১২৩০	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ হাউজ নং-১০, রোড নং-১০, ব্লক-কে বারিধারা, ঢাকা-১২১২	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
১৮	প্রতিনিধি, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, পাবনা প্রতিশ্রুতি বাড়ি-এ/৫, ব্লক : জে, রাধানগর জেলা: পাবনা	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম : বাঁশবাড়ীয়া, ডাকঘর ও থানা: গাংনী জেলা : মেহেরপুর	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, ডাক দিয়ে যাই বাড়ি-১, বাইপাস রোড, মাছিমপুর জেলা : পিরোজপুর	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, রাসিন ১৬৫/১, মধ্য আলীপুর, (নতুন গোডাউন সড়ক), জেলা : ফরিদপুর	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, পরস্পর এম আর কলেজ রোড, ডোকরোপাড়া ডাকঘর : পঞ্চগড়, জেলা : পঞ্চগড়	সদস্য
২৪	ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

পরিচালনা পরিষদ

পরিচালনা পরিষদ গঠন :

১১ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন-এর একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে, যা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা :

- সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি পরিচালনা পরিষদেরও চেয়ারম্যান হবেন;
- সরকার এনজিওসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তিনজন ব্যক্তিকে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করবে;
- ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে সাধারণ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত মোট ৬ জন সদস্য, যাঁদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩ জন এনজিও প্রতিনিধি থাকবে, যারা ফাউন্ডেশন-এর আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদান করে সদস্য হয়েছেন এবং
- ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলী :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে। পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করবে।

	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	পদবি
১	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান হাউস # ২/৪, ব্লক # সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
৩	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সাবেক সচিব	সদস্য
৪	জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সাবেক সিনিয়র সচিব	সদস্য
৫	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস সাবেক অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
৬	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম নির্বাহী পরিচালক, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৯	জনাব এস এন কৈরি চেয়ারম্যান, আরডিআরএস-বাংলাদেশ হাউজ-৪৩, রোড-১০, সেক্টর-৬, উত্তরা ঢাকা-১২৩০	সদস্য
১০	জনাব জাকির হোসেন চেয়ার, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ হাউজ-৫৫৪, রোড-৯, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১১	ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর জনবল (২০২৩-২৪)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মেধা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ :

১। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২। জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক

৩। জনাব মোস্তফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

৪। জনাব সুভদ্রা বিশ্বাস
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৫। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৬। জনাব এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৭। জনাব সেহেলী পারভীন
নির্বাহী অফিসার

৮। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
নির্বাহী অফিসার

৯। জনাব মোঃ আরেফিন মাহমুদ
নির্বাহী অফিসার

১০। জনাব মোঃ সাঈদুল আলম
নির্বাহী অফিসার

১১। জনাব মোছাম্মৎ জাকিয়া লাবনী
নির্বাহী অফিসার

১২। জনাব মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
সহকারী প্রোগ্রামার

১৩। জনাব এ, এইচ, এম বদরুল মওলা
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৪। জনাব মোঃ শাজাহান আলী
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৫। জনাব মুহম্মদ হামিদুর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৬। খন্দকার সাইফুর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৭। জনাব মোহাম্মদ মাজেদুল হক
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৮। জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার

১৯। জনাব মিন্টু লাল মন্ডল
নির্বাহী সহকারী

২০। জনাব ফাহমিদা আক্তার
নির্বাহী সহকারী

২১। জনাব মেহেদী হাসান
নির্বাহী সহকারী

২২। জনাব মনোয়ার আযম
নির্বাহী সহকারী

২৩। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
গাড়ি চালক

২৪। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান
গাড়ি চালক

২৫। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক সেখ
গাড়ি চালক

২৬। জনাব মোঃ পারভেজ
গাড়ি চালক

২৭। জনাব মোঃ গোলাম মাওলা
অফিস সহায়ক

২৮। জনাব জহিরুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

২৯। জনাব রেহানা খাতুন
অফিস সহায়ক

৩০। জনাব মোঃ আল আমিন
অফিস সহায়ক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার সন্ধ্যে ৬:০০মি. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে 'ব্র্যাক সেন্টার ইন' এ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত।

ডিসেম্বর, বিজয়ের মাস। মহান বিজয়ের এ মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ এবং সম্ভ্রম হারানো সকল মা-বোনের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে শহিদসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহিদ এবং আহত ব্যক্তিবর্গের প্রতি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি আমার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা। আমি ১৯৭২ সালে কর্মজীবনে প্রবেশের পর থেকে সিভিল সার্ভিসে প্রায় ২৯ বছরসহ দীর্ঘ ৫২ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সর্বস্তরের মানুষের সাথে তথা সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে কাজ করার সুবাদে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনেরও সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনও সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান হিসেবে সমাজের মূলস্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে বিএনএফ এর আগামী পথচলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সারা দেশে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) অর্জনে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের একটি অংশীদারিত্ব ছিল। যথাসময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিজেকে অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিএনএফ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি কাজ করছে।

আপনারা জানেন, দেশের মানুষকে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনও ব্যাপক পরিসরে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে সমগ্র দেশে বিস্তৃত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহস্রাধিক সহযোগী সংস্থাকে কাজে লাগানো যাবে। আমরা বিএনএফ এর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব যখন স্বাভাবিক গতিশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে তখন যেমন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিশেষ ব্যবস্থায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল তেমনি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতায়ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তার কাজের গতিশীলতা বজায় রেখেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএনএফ সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ১২.৮০ কোটি (৬.৯৯ কোটি + ৫.৮১ কোটি) টাকা নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। অনুদানের টাকায় গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৩৪ হাজার হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে আরও প্রায় ৬.৩৪ কোটি টাকা বিতরণ করে। এ সময়ে বিতরণকৃত অনুদানের অর্থে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৯ হাজার দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করছি।

আলোচ্য সময়ে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ১১টি জেলায় বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫১৮টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১.২০ কোটি টাকার বিভিন্ন উপকরণ (গরু/ছাগল/হাঁস/মুরগি বিতরণ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন, খামার/ঘরবাড়ি/দোকানপাট মেরামত, ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসেবে বিএনএফ নিজস্ব তহবিল (চেয়ারম্যানের ডিসক্রিশনারি তহবিল) হতে ১.২৫ লক্ষ টাকার (জরুরি খাদ্য সামগ্রী, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী) উপকরণ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা পেয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা হতে ৮০টি সহযোগী সংস্থা ২৭,৩৭০ জনকে (শুকনা খাবার, রান্না করা খাবার, বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও অন্যান্য ঔষধ) বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করে।

এছাড়াও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়। এ ছাড়া সহযোগী সংস্থাসমূহের তহবিল হতেও প্রায় ২৮.০০ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, সংশ্লিষ্ট ডিসি অফিস ও ইউএনও অফিসে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য জমা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ১৯৩.১৫ কোটি টাকা এবং তৎপরবর্তী অর্থাৎ ০১ জুলাই থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আরও প্রায় ৬.৩৪ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় ১৯৯.৪৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে প্রায় ২২.৫৩ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের প্রায় ১.০০৩৯ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের ১৭৬তম সভায় সংস্থাসমূহের অনুকূলে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন শুরু থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করলেও ২০২০-২১ অর্থবছর হতে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ পর্যন্ত মোট ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ এ অর্থ ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ৪,০৩৫ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে বিতরণ করেছে। এ ঋণের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগণ তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ১৭৩তম পরিচালনা পরিষদ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪% সুদ/সেবামূল্যসহ ঋণের আসল আদায় করে Revolving Fund-এ জমা রাখা হচ্ছে। আদায়কৃত অর্থের সুদ/সেবামূল্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালন খাতে স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং আসল পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে। আদায়কৃত অর্থ হতে ২৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ২,০৩৯ জনের মধ্যে ৩১.৭০ কোটি

টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮১.৭০ কোটি টাকা।

আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুকূলে বিশেষ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মঞ্জুরি আদেশে অর্থ বিভাগের শর্ত মোতাবেক প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে বিএনএফ থেকে 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ৫টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ৫টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ইতোমধ্যে প্রায় ২.২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১,০৩১টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে। গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অনুদান ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন উপকারভোগীগণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সময় এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৩টি সহযোগী সংস্থা ১৮৯টি সমিতি গঠনপূর্বক প্রায় ৩ হাজার জন সদস্যকে এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে। দ্রুতই সারা দেশে ব্যাপকভাবে এ কর্মসূচিটি চালু হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
রাজধানীর শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় এফ-২০/ডি নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে ২টি বেজমেন্টবিশিষ্ট ১২তলা ভবনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। জেনারেটর, লিফট সংযোজন করা হয়েছে, নির্ধারিত স্থানে টাইলস বসানো হচ্ছে, স্যানিটারি আইটেম সংযোজনসহ কিছু সিভিল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুতই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে একদল দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে যারা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে দ্রুততার সাথে সেবা দেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন জনবলকে আরও সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে আরও বেশি গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করছেন। প্রণোদনা ঋণের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং অব্যাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের একটি সমৃদ্ধ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেল রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য সদস্যবৃন্দ অব্যাহতভাবে বিএনএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করে আসছেন। যা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে একটি প্রশংসনীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সজাগ দৃষ্টি ও গঠনমূলক পরামর্শ এ প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার হাত প্রসারিত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে সানুগ্রহ পরামর্শ প্রদান করবেন।

আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এখানেই শেষ করছি।

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

দক্ষতা, সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণের ভিশন নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করে চলেছে। ২০০৪ সালের ০২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রেজুলিউশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৪ আগস্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে স্ব-শাসিত ও অলাভজনক (Not for Profit) প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাকে অনুদান ও ঋণ প্রদান, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ লক্ষণীয় অবদান রাখছে। বিএনএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। ২০২৩ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২২-২৩) অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে বিএনএফ যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করছি।

অনুদান বিতরণের অগ্রগতি :

২৩ নভেম্বর ২০০৫ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১,১২০টি সহযোগী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে বর্তমান সময়কালে অনুদান প্রদানের অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থাপন করা হলো :

অর্থবছর ভিত্তিক অনুদান বিতরণ (২০০৫-০৬ হতে ২০২৩-২৪)

অর্থ বছর	করোনায় ক্ষতি-গ্রস্তদের অনুদান	পর্যায় সংখ্যা সহযোগী সংস্থার সংখ্যা																	সহযে-াগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১ম পর্যায়	১২তম পর্যায়	১৩তম পর্যায়	১৪তম পর্যায়	১৫তম পর্যায়	১৬তম পর্যায়	১৭তম পর্যায়		
২০০৫-০৬		১১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৭	১.১৭
২০০৬-০৭		১৭০	৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২৬৭	২.৮৪
২০০৭-০৮		৪২৩	১০৭	২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৫৩	৭.২০
২০০৮-০৯		২৫৮	৪১৫	৮০	১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭৭০	১১.৩৫
২০০৯-১০		৭৯	১৭৫	২০২	৬৫	১২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৩৩	১০.৪১
২০১০-১১		০	১৫৩	২৩৪	১৫৭	৪২	৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৯৫	১১.৬৪
২০১১-১২		০	১৭	১৮৩	২৪২	১১৯	৪১	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬০৭	১১.৯৮
২০১২-১৩		০	২	৫২	১২১	২১২	৭৩	৩৫	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫০০	১১.০০
২০১৩-১৪		০	২	৮	৯৪	১২৮	১৭০	৫৩	২০	৪	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৭৯	১২.০৫
২০১৪-১৫		৪৮	০	৪	২৩	১০০	১৫৩	১৪১	৫৬	১৩	২	০	০	০	০	০	০	০	৫৪০	১৩.৪০
২০১৫-১৬		২৫	১৪	৪	৬	৪২	৯৩	১৩১	৭২	৪২	১২	২	০	০	০	০	০	০	৪৪৩	১০.৬৬
২০১৬-১৭		০	২৯	৫	৫	১৭	৫৫	১০৩	১২১	৫০	২৯	৯	১	০	০	০	০	০	৪২৪	১০.০০
২০১৭-১৮		০	১৫	২২	৬	৭	২৫	৫৮	৭৭	৮৩	৩০	১৬	৪	০	০	০	০	০	৩৪৩	৮.৪৯
২০১৮-১৯		০	৩	১৯	১০	৫	১৫	৩৭	৮০	১০৪	৬৪	২৯	১১	৬	০	০	০	০	৩৮৩	৯.৯৯
২০১৯-২০		০	২	১১	১২	৩	৫	২৪	৪৮	৫৫	৬৯	২১	১৪	৪	২	০	০	০	২৭০	৭.৪৫
২০২০-২১		০	০	৩	১২	৯	৪	৯	১৭	৪৯	৬৪	৫২	২২	৭	৭	১	০	০	২৫৪	৭.৩১
২০২১-২২	৫	০	০	০	১০	৯	৯	৩	২৩	৪৪	৫৬	৬০	২৭	২০	১	২	০	০	২৬৯	৭.৪৮
২০২২-২৩	৮	০	০	১	৩	১৩	৪	৪	১৯	৩০	৫০	৫৯	৪৫	১৪	৯	৬	১	০	২৬৬	৭.৪৮
২০২৩-২৪		০	১	০	১	৬	৯	১১	৮	২০	৩৬	৪৭	৫৬	২৭	২২	৫	৩	১	২৫৩	৬.৯৯
সর্বমোট		১১২০	১০৩২	৮৫১	৭৮৪	৭২৪	৬৬৫	৬১৪	৫৪৬	৪৯৪	৪১২	২৯৫	১৮০	৭৮	৪১	১৪	৪	১		১৬৮.৮৯

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান বিতরণের অগ্রগতি :

এ অর্থবছরে মোট ২৫৩টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৬.৯৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি সহযোগী সংস্থা এ অর্থবছরে ১৭তম পর্যায়ের অনুদান গ্রহণ করেছে। নিম্নবর্ণিত ছকে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অনুদান প্রদানের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো :

২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান বিতরণের বিবরণী

অর্থ বছর	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১তম পর্যায়	১২তম পর্যায়	১৩তম পর্যায়	১৪তম পর্যায়	১৫তম পর্যায়	১৬তম পর্যায়	১৭তম পর্যায়	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
২০২৩-২৪	০	১	০	১	৬	৯	১১	৮	২০	৩৬	৪৭	৫৬	২৭	২২	৫	৩	১	২৫৩	৬.৯৯
২০২২-২৩	০	০	১	৩	১৩	৪	৪	১৯	৩০	৫০	৫৯	৪৫	১৪	৯	৬	১	০	২৬৬	৭.৪৮

২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে অনুদান বিতরণের সংখ্যা

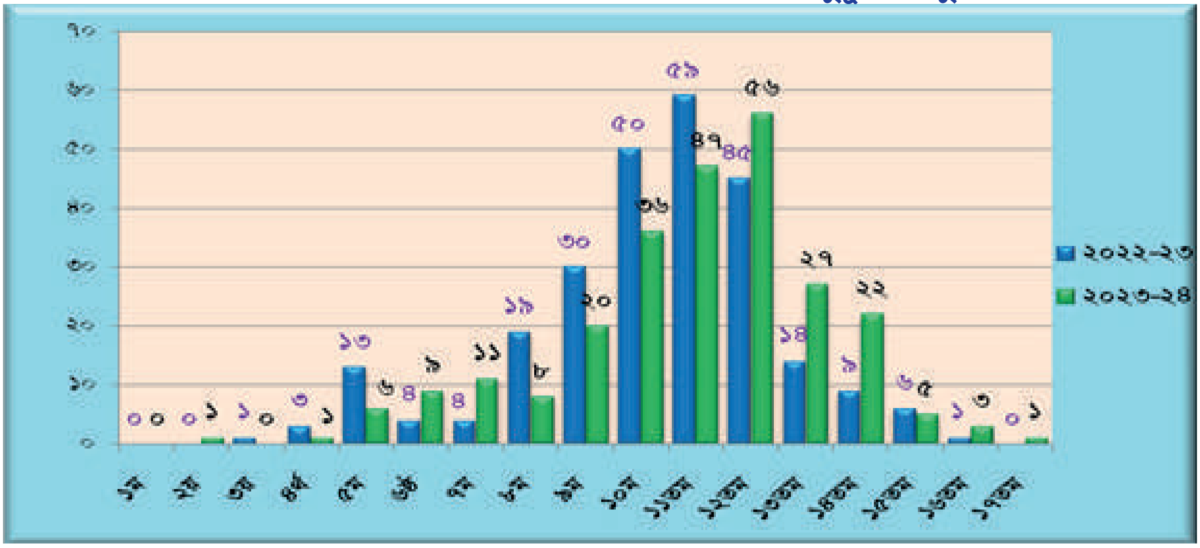

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৩টি নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। এযাবৎ মোট ৩০৮টি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

৩০৮টি অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা :

অর্থবছর	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
২০০৫-০৬	৬
২০০৬-০৭	১১
২০০৭-০৮	২১
২০০৮-০৯	২৬
২০০৯-১০	১৭
২০১০-১১	২০
২০১১-১২	২০
২০১২-১৩	১৮
২০১৩-১৪	১৭
২০১৪-১৫	১৯
২০১৫-১৬	১৯
২০১৬-১৭	১৩
২০১৭-১৮	১৩
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	৯
২০২০-২১	৮
২০২১-২২	১৫
২০২২-২৩	১৬
২০২৩-২৪	২৩

২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকারভোগী :

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৭ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১১ হাজার পুরুষ এবং ২৪ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৩৫ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

মোট উপকারভোগী :

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ২০.৬৫ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারের ৩৭.৯১ লক্ষ পুরুষ এবং ৬২.২৯ লক্ষ মহিলাসহ মোট আনুমানিক ১০০.০২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

উপকারভোগী

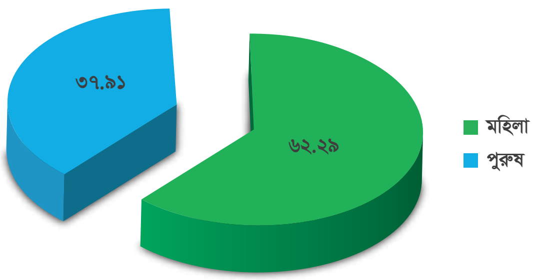

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বরাদ্দ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকার প্রদত্ত সিডমানি হতে অর্জিত লভ্যাংশ দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে প্রতিবছর ১০-১২ কোটি টাকার কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়। এ সীমাবদ্ধ অর্থ দ্বারা ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। বিএনএফ এর সাফল্য বিবেচনা করে ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয় সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কারণে বিএনএফ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নব উদ্দীপনায় কাজ করছে। উক্ত অর্থ হতে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সুনির্দিষ্ট ৫টি গ্রামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিত জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও

পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দারিদ্র্যবিমোচনের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে দারিদ্র্যবিমোচন করা হবে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

দারিদ্র্যপীড়িত জেলা, দেশের অভ্যন্তরে বিলুপ্ত ছিটমহল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র ও অবহেলিত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, চা শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি গ্রামের বা এলাকা বিশেষ সমস্যা নিরসনে স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ পানি, আয়বর্ধক কর্মসূচিসহ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৪.৮০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৫.০২ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৫২টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ১.৭৪ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৯৯টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৪.৫৫ কোটি টাকা ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১০০টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৫.৮০ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান বিতরণের বিবরণী :

অনুদানের ধরণ	অর্থবছর	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
নিয়মিত	২০০৫-০৬ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত	১,১২০	১৬৮.৮৯
বিশেষ অনুদান	২০১৯-২০	৮৪	৪.৮০
	২০২০-২১	৮৪	৫.০২
	২০২১-২২	৫২	১.৭৪
	২০২২-২৩	৯৯	৪.৫৫
	২০২৩-২৪	১০০	৫.৮০
	মোট বিশেষ অনুদান		২১.৯১
সিডর, ঘূর্ণিঝড়, শীতবস্ত্র, বন্যার্তদের ও অন্যান্য খাতে সহায়তা	২০০৭-২৪		২.৩৫
সর্বমোট			**১৯৩.১৫**

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তার বিবরণ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) :

	কর্মসূচিসমূহ	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
১	ওয়াটসান	২৫০
২	স্বাস্থ্যসেবা	২৯
৩	নারীর ক্ষমতায়ন	১৪১
৪	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	৬৩
৫	গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষ	২১৯
৬	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/ বৃত্তি প্রদান	২৪
৭	সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ	৬৭
৮	সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, ইত্যাদি)	১১
৯	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন	১০৩
১০	গৃহায়ন	২৪
১১	সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন	৯
১২	মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২
১৩	খাদ্য ও পুষ্টি	৯
১৪	মৎস্য চাষ	৭
১৫	ভ্যান প্রদান	৭০
১৬	কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন	১৮
১৭	বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	৬
১৮	মাদকবিরোধী গণ সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন	১
১৯	অতিদরিদ্রদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	৪১
২০	জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি (লোক সঙ্গীত, পটগান, গণনাট্য ও মঞ্চ উপস্থাপনা, ইত্যাদি)	১
২১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১৩
২২	জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা	৬
২৩	নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ	১
২৪	পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও বই বিতরণ	১
২৫	সৌর বিদ্যুৎ	১
২৬	নিরাপদ সড়ক ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	২
২৭	নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি	১
২৮	মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ	১
২৯	সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন	১
৩০	অন্যান্য	৮
	মোট সহযোগী সংস্থা	১,১২০

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের বিশেষ ঋণ কার্যক্রম :

পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাততে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুকূলে সরকারের নিকট হতে ৩টি ধাপে মোট (১০ কোটি + ২০ কোটি + ২০ কোটি) = ৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ২৭টি সংস্থার মাধ্যমে ৪,০৩৫ জন গ্রাহককে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় আদায়কৃত অর্থ ঋণ বিতরণ নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পরিচালন খাতে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালন খাতে ব্যয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ গত ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে নং ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-১৮৭ জারীকৃত স্মারকে জানিয়েছে যে, অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তীত রেখে সুদে-আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে গঠিত Revolving Fund এ জমা রাখতে হবে শীর্ষক শর্তটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত করেছে।

১। "আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund-এ জমা রাখতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রাপ্ত শুধুমাত্র সুদ/সেবামূল্য এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালন খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তবে প্রদানকৃত ঋণ/বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদসহ আসল আদায়ের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।"

০২। উল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভার অনুমোদান্তে অর্থ বিভাগে প্রেরিত নীতিমালাটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় পূর্বে প্রেরিত ১৪৯তম ও ১৫০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় অনুমোদিত ও সংশোধিত নীতিমালা অনুসরণসহ ৪% সুদে প্রণোদনার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। এছাড়া অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ঋণের আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund-এ জমা রাখতে এবং সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সুদ/সেবামূল্য এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৬০.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহ :

	সহযোগী সংস্থা	মঞ্জুরিকৃত ঋণ (কোটি টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি, শরীয়তপুর	০.৪০	৯
২	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী	১.০০	২৪
৩	পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা	১.২৫	৫০
৪	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর	০.৫০	৬৭
৫	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	০.৭৫	৩০
৬	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	২.০০	১২০
৭	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা মাদারীপুর	১.০০	৫১
৮	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	১.০০	৮৪
৯	পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	০.২৫	১৪
১০	বেসিক অগানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটেরিয়েন এইড্ ফর নেশন (বন্ধন) জয়পুরহাট	০.৫০	৩০
১১	সমাধান, যশোর	১.১৫	৪৮
১২	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	০.৪০	৭৪
	মোট	১০.২০	৬০১

সহযোগী সংস্থাসমূহের সামর্থ্য/দক্ষতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ :

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ যেন দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে অফিস ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এ সকল বিষয়ের প্রতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ফলে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

যে সব সংস্থার নিজস্ব স্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত জনবল, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল আছে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টিএমএসএস, ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায়; উদ্দীপন, ঢাকা; ভার্ক, সাভার; বাসা, টাঙ্গাইল; আরআরএফ, যশোর; সুশীলন, সাতক্ষীরা; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; আসপাডা ট্রেনিং একাডেমি, ময়মনসিংহ; ইয়ং পাওয়ার অন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম; সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল এবং আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৩৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসিক প্রশিক্ষণে (৫ দিন) Management of Finance & Accounts (Employees) বিষয়ে ৯৫৮ জন, Management of Finance & Accounts (ED) বিষয়ে ৪৫৫ জন, Organizational Development & Management বিষয়ে ৭২১ জন, Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে ৬৬৬ জন, Monitoring & Evaluation বিষয়ে ৪৪৮ জনকে এবং রিফ্রেশার্স কোর্সে (৩ দিন) ৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থী :

কোর্সসমূহ	যাদের জন্য প্রয়োজ্য
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ
Management of Finance & Accounts	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Organizational Development & Management	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ
Monitoring & Evaluation	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএনএফ এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী				
কোর্সসমূহ	যাদের জন্য প্রয়োজ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের তারিখ
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ	১৯	সেইন্ট-বাংলাদেশ, বরিশাল	২৬-৩০ এপ্রিল ২০২৪
		২০	আশ্রয় প্রশিক্ষণ, রাজশাহী	২৬-৩০ মে ২০২৪
Management of Finance & Accounts	নির্বাহী পরিচালক/ প্রধান নির্বাহীবৃন্দ	২০	উদ্দীপন, ঢাকা	১-৫ অক্টোবর ২০২৪
Organizational Development & Management	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ	২০	টিএমএসএস, রংপুর	২০-২৪ জুন ২০২৪
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ	১৯	টিএমএসএস, নাটোর	৬-১০ আগস্ট ২০২৩
মোট		৯৮		

অনুদানের জন্য এনজিওসমূহের আবেদন বাছাই প্রক্রিয়া :

নিবন্ধিত এনজিওসমূহের মধ্যে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হলে ২০২২ সালে চতুর্থ পর্যায়ে ৩৬০টি আবেদন পাওয়া যায়। পরিচালনা পরিষদের ১৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্য মতে সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, বান্দরবান, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট ও শেরপুর জেলার এনজিওসমূহের নিকট হতে আবেদন নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ৩৬০টি এনজিও হতে আবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্য হতে যাচাই-বাছাই করে ১০৬টি সংস্থার নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত এনজিওকে অনুদান প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত মোট ১,১২০টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

জেলাভিত্তিক ১,১২০টি সহযোগী সংস্থা :

	জেলা	সহযোগীর সংখ্যা
খুলনা বিভাগ		**২৫৯**
১	যশোর	৫৬
২	ঝিনাইদহ	৪০
৩	কুষ্টিয়া	৩৭
৪	সাতক্ষীরা	৩৭
৫	খুলনা	২৬
৬	চুয়াডাঙ্গা	১৪
৭	মেহেরপুর	১৪
৮	বাগেরহাট	১২
৯	মাগুরা	১১
১০	নড়াইল	১২
ঢাকা বিভাগ		**২০৮**
১১	ঢাকা	৩৪
১২	রাজবাড়ী	৩০
১৩	টাঙ্গাইল	৩০
১৪	ফরিদপুর	২১
১৫	কিশোরগঞ্জ	১৪
১৬	গোপালগঞ্জ	১৪
১৭	মাদারীপুর	১৪
১৮	মানিকগঞ্জ	১১
১৯	গাজীপুর	৯
২০	শরীয়তপুর	৯
২১	নরসিংদী	১২
২২	মুন্সিগঞ্জ	৬
২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪
ময়মনসিংহ বিভাগ		**৬৪**
২৪	শেরপুর	১৬
২৫	নেত্রকোনা	১২
২৬	ময়মনসিংহ	১৯
২৭	জামালপুর	১৭
রংপুর বিভাগ		**১৮৯**
২৮	কুড়িগ্রাম	৩৯
২৯	লালমনিরহাট	৩২
৩০	দিনাজপুর	২৮
৩১	রংপুর	২২
৩২	নীলফামারী	১৮
৩৩	গাইবান্ধা	১৫
৩৪	পঞ্চগড়	১৪
৩৫	ঠাকুরগাঁও	২১
রাজশাহী বিভাগ		**১৬৬**
৩৬	বগুড়া	৪৭
৩৭	পাবনা	৩০
৩৮	সিরাজগঞ্জ	২৩
৩৯	জয়পুরহাট	২২
৪০	নওগাঁ	১৭
৪১	রাজশাহী	১৫
৪২	নাটোর	৬
৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬
চট্টগ্রাম বিভাগ		**১০৯**
৪৪	কুমিল্লা	২৫
৪৫	চট্টগ্রাম	১৭
৪৬	নোয়াখালী	১১
৪৭	চাঁদপুর	১২
৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০
৪৯	লক্ষ্মীপুর	১০
৫০	রাঙ্গামাটি	৯
৫১	বান্দরবান	৭
৫২	খাগড়াছড়ি	৪
৫৩	ফেনী	২
৫৪	কক্সবাজার	২
৫৫	বরিশাল	২৫
বরিশাল বিভাগ		**৮৪**
৫৬	ভোলা	২০
৫৭	পটুয়াখালী	১৪
৫৮	বরগুনা	১১
৫৯	ঝালকাঠি	৮
৬০	পিরোজপুর	৬
সিলেট বিভাগ		**৪১**
৬১	হবিগঞ্জ	১১
৬২	মৌলভীবাজার	১৩
৬৩	সিলেট	৯
৬৪	সুনামগঞ্জ	৮

পরিবীক্ষণ কার্যক্রম :

সহযোগী সংস্থাকে অনুদান প্রদানের পরে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য মনিটরিং প্রক্রিয়া চালু আছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য বর্তমানে ২৮ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্মরত আছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ২৯২টি সহযোগী সংস্থার এবং বিশেষ অনুদানের ৯৯টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণ পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফলাফল নিম্নরূপ :

নিয়মিত অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	১৫৭	৫৪
উত্তম	৪৬	১৬
সন্তোষজনক	১২	৪
গ্রহণযোগ্য	৭১	২৪
স্থগিত	৬	২
মোট	২৯২	১০০

বিশেষ অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	৫২	৫৩
উত্তম	৮	৮
সন্তোষজনক	৪	৪
গ্রহণযোগ্য	৩৫	৩৫
মোট	৯৯	১০০

২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'নথি পর্যালোচনা কমিটি' এর কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের ৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থিক অনিয়মের দায়ে স্থগিতকৃত ৫৯টি সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে 'নথি পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়। অর্থ আদায়ের জন্য এসব সহযোগী সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে (দুই বার) ডাকা হলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৭টি সহযোগী সংস্থা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ২৭টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সহযোগী সংস্থার নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায় সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০১টি সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে কিস্তিতে ৫,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে এবং কিস্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। অবশিষ্ট সহযোগী সংস্থার নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার লিড সহযোগী সংস্থার সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫টি সহযোগী সংস্থা ২১,৫১৮/- টাকা ফেরত প্রদান করেছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া, গাইবান্ধা, বরিশাল, পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, মানিকগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে উক্ত জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, যশোর, ঠাকুরগাঁও, ফরিদপুর, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, বগুড়া জেলা সফরকালে সহযোগী সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা সভা এবং মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন করেন।

অনুরূপভাবে বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সভা :

২০২৩-২৪ সময়কালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএনএফ এর জনবল :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে বর্তমান ২৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

পদের নাম	কর্মরত জনবল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
উপমহাব্যবস্থাপক	২
সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৬
নির্বাহী অফিসার	৫
প্রোগ্রামার	১
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার	৪
নির্বাহী সহকারী	২
গাড়ি চালক	৪
অফিস সহায়ক	৪
মোট	২৯

বিএনএফ এর আয়-বিধায়ক তহবিল :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আয়-বিধায়ক তহবিল হিসেবে মোট ১৬০.০০ (একশত ষাট) কোটি টাকা প্রদান করে। এছাড়া প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১.৭০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) কোটি টাকা প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অবশিষ্ট ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা আয়-বিধায়ক তহবিলে জমা করা হয়। ফলে ১৬০.৩০ (একশত ষাট কোটি ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আয়বিধায়ক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আয়-বিধায়ক তহবিলের শর্ত মোতাবেক স্থায়ী আমানতের মুনাফা থেকে ২৫% হারে বিনিয়োগের বিধান অনুসরণ করে জুন ২০২৪ পর্যন্ত অতিরিক্ত জমাসহ ১২৪.৭০ (একশত চব্বিশ কোটি সত্তর লক্ষ) কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এক নজরে আয়বিধায়ক তহবিল

সরকারের নিকট যে সময়কালে পাওয়া	সরকারের নিকট আয়বিধায়ক তহবিল হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	সরকারের নিকট প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	এফডিআর এর পরিমাণ	বাধ্যতামূলক ২৫% হারে এবং অতিরিক্ত অর্থ তহবিলে জমা
২০০৪-০৫	৫০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০০	৫০,৩০,০০,০০০*	-----------
২০০৫-০৬	৫০,০০,০০,০০০	১,৪০,০০,০০০	৫০,০০,০০,০০০	১,৯০,৭৮,৩০৪
২০০৬-০৭	২৫,০০,০০,০০০		২৫,০০,০০,০০০	৫,৮০,০০,০০০
২০০৭-০৮	-----------		-----------	৮,৫০,০০,০০০
২০০৮-০৯	২০,০০,০০,০০০		২০,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
২০০৯-১০	৫,০০,০০,০০০		৫,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
২০১০-১১	-----------		-----------	৫,০০,০০,০০০
২০১১-১২	-----------		-----------	৬,০০,০০,০০০
২০১২-১৩	-----------		-----------	১১,৫১,৭৭,০০০
২০১৩-১৪	১০,০০,০০,০০০		১০,০০,০০,০০০	৭,০০,০০,০০০
২০১৪-১৫	-----------		-----------	৭,১৯,৫০,৭৮৫
২০১৫-১৬	-----------		-----------	৯,৭৭,৯৩,৯১১
২০১৬-১৭	-----------		-----------	৪,১০,০০,০০০
২০১৭-১৮	-----------		-----------	৪,১৫,০০,০০০
২০১৮-১৯	-----------		-----------	৮,২৫,০০,০০০
২০১৯-২০	-----------		-----------	৯,৫০,০০,০০০
২০২০-২১	-----------		-----------	১০,০০,০০,০০০
২০২১-২২	-----------		-----------	৪,৫০,০০,০০০
২০২২-২৩	-----------		-----------	৫,০০,০০,০০০
২০২৩-২৪				৫,৫০,০০,০০০
মোট	**১৬০,০০,০০,০০০**	**২,০০,০০,০০০**	**১৬০,৩০,০০,০০০**	**১২৪,৭০,০০,০০০**
সর্বমোট এফডিআর			**২৮৫,০০,০০,০০০**	

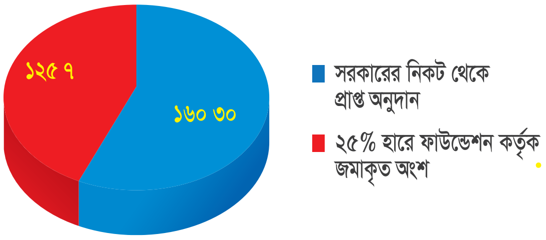

মোট আয় বিধায়ক ২৮৫.০০ কোটি টাকা

বাজেট পরিক্রমা :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেট পাশ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট ছিল ৯৩,৮৯,৫৯,০০০/- (তিরানব্বই কোটি উননব্বই লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার হতে বিশেষ অনুদান বাবদ ১৫.০০ কোটি টাকা এবং ভবন নির্মাণ বাবদ ১০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার হতে বিশেষ অনুদান বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা ও ভবন নির্মাণ বাবদ ৫.২৫ কোটি টাকা প্রাপ্তিসহ প্রকৃত আয় হয়েছে ৮৬,৭৮,৬৫,৩০১/- (ছিয়াশি কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিন শত এক) টাকা, ঋণ বিতরণ ২৭.০০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান ১৭.০০ কোটি এবং ভবন নির্মাণ বাবদ ৩০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৭৪.০০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ৪১.৫১ কোটি টাকা ব্যয় না হওয়ায় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮৬,৭৮,৬৫,৩০১/- (ছিয়াশি কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিন শত এক) টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ৯৪,২৫,৮০,০০০/- (চুরানব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা। সম্ভাব্য আয়ের খাতসমূহের মধ্যে এফডিআর বিনিয়োগ হতে ২৬.২০ কোটি টাকা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান ১০.০০ কোটি

টাকা, ভবন নির্মাণ বাবদ সরকারি অনুদান ৪.২৫ কোটি টাকা, অব্যয়িত ও অন্যান্য খাতে ৩৭,১৩,৪৯,৭৫০/- (সাইত্রিশ কোটি তের লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাত শত পঞ্চাশ) টাকা, ঋণ কার্যক্রম থেকে আসল প্রাপ্তি ১৬.৫০ কোটি টাকা, সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি ১৭,৩০,২৫০/- (সতের লক্ষ ত্রিশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ) টাকা।

প্রস্তাবিত ব্যয়ের খাতের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৪,৫৭,১০,০০০/- (চার কোটি সাতান্ন লক্ষ দশ হাজার) টাকা, নিয়মিত আর্থিক ব্যয় ১,৫৫,২০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, কর্মসূচি সংক্রান্ত ১১,৭৫,৫০,০০০/- (এগার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ঋণ বিতরণ ৪১.০০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয় ১১.০০ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ১.৩৮ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় (অফিস ভবন নির্মাণ) ১৫.৫০ কোটি টাকা ও বিনিয়োগ (এফডিআর) ৭.৫০ কোটি টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের অডিট :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ‘মেহফিল হক এন্ড কোং’কে অডিটর নিযুক্ত করা হয়। উক্ত ফার্ম ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে হিসাব নিরীক্ষার পর অডিট রিপোর্ট ও ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টে দুইটি অবজারভেশন দেওয়া হয়েছে।

বিএনএফ-এর অফিস ভবন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং এফ-২০/ডি এর ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ করে। ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মহোদয় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তৎকালীন সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ ও সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ৬৩০ কেভিএ এর স্থলে ১০০০ কেভিএ, জেনারেটর ৩০০ কেভিএ এর স্থলে ৫০০ কেভিএ বৃদ্ধি, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার গ্রাউন্ড এক্সপ্রেস লাইন হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া, ১২তলা পর্যন্ত বিআরএফ এসির বোর্ড, পয়েন্টস, ইত্যাদির প্রভিশন রাখার জন্য ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত PIC কমিটি ও PSC কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিএনএফ এর চাহিদা মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের গণপূর্ত ই/এম-৭ হতে ৮.৫৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০.৩৮ কোটি টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন করে যা ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ১৬৭তম সভায় অনুমোদিত হয়। সে মোতাবেক সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে জানানো হয় যে, ভবন নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- টাকার মধ্যে সরকার হতে সর্বমোট ৩১.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করতে হবে। সরকার ইতোমধ্যে এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ২৬.৭৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে এবং (৩১-২৬.৭৫) = ৪.২৫ কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট ৯,৪৮,২৪,৭০৩/- (নয় কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতোমধ্যে ১২তলা ভবনের টাওয়ার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনী, গ্লাস স্থাপন, টাইলস স্থাপন, প্লাস্টার ও রঙের কাজ, লিফট স্থাপন, সিঁড়ি নির্মাণ, রেলিং স্থাপন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সল্টিডোর, ডিপ টিউবওয়েল এর বোরিং স্থাপন, সাব স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এসি, ইন্টারন্যাল-এক্সটার্নাল ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং, গ্লাস ফিটিং, ডিপ টিউবওয়েল পাম্প, সোলার প্যানেল স্থাপন, ইত্যাদি ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর এসডিজি কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি পূরণে এমডিজির মতো শক্তি বা সামর্থ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসডিজির যে ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে বিএনএফ তার ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনুদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও সমাজের অবহেলিতদের উন্নয়নের জন্য বিএনএফ ভবিষ্যতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

এ পর্যন্ত ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অবদান’ বিষয়ে সিলেট এবং ঢাকাতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আয়োজনে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রফেসর ইমেরিটাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিএনএফ এর সাধারণ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কার্যক্রম :

অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে এসডিজি বাস্তবায়নে মডেল হিসেবে ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনের নানা বিষয় অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা প্রস্তাবিত কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও মেহেরপুর জেলার ৫টি গ্রামে খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৫টি গ্রামের দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়।

যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দারিদ্র্যনিরসনের অনেক উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেওয়া হয়েছে। একটি গ্রামের উপর আলোকপাত করে সুপরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামটিকে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্যমুক্তকরণে এ ধারণা এবং প্রয়াস তুলনামূলকভাবে নতুন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও চরাঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ এর অনুদানে উপকারভোগীগণের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, ভেড়া পালন, ভ্যান বিতরণ, সেলাই মেশিন বিতরণ, পাপস তৈরি প্রশিক্ষণ, রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ, রড বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া গ্রামের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ পানি সরবরাহে নলকূপ স্থাপন, গৃহ নির্মাণ, প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। নিম্নলিখিত ৫টি গ্রামে গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে :

২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত 'সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থা রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বড় পাহাড়পুর গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ৭৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৪০টি নলকূপ স্থাপন, ১৯টি গরু, ৭২টি ছাগল, ২৮টি ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে ও ৯টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ১৯৩ জন মহিলা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ৮৮৭ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত 'মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থা সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার কিনারবেড় গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ৯৩টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৩৫টি নলকূপ স্থাপন, ২৮টি গরু, ৫৬টি ছাগল, ২৪টি ভেড়া, ২টি ভ্যান, ২টি ঘোড়ার গাড়ি ও ১টি মুদি দোকানের সরঞ্জামাদি বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে ১৪৬ জন মহিলা ও ৫৪ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ১,২০৩ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত 'পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি' নামক সহযোগী সংস্থা মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ৯৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৫টি নলকূপ স্থাপন, ১৬টি গরু, ১৭৮টি ছাগল, ১টি ভ্যান, ৩টি গাড়ল বিতরণ করা হয়েছে ও ৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ১৫৯ জন মহিলা ও ৫৩ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ১,২৭২ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) নামক সহযোগী সংস্থা জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার দেউলাবাড়ী গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ৫৪টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৩০টি নলকূপ স্থাপন, ৩১টি গরু, ৬৭টি ছাগল, ৭টি ভ্যান, ১২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে ও ১০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ১৪৩ জন মহিলা ও ৩৪ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ৯৯৭ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত 'ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)' নামক সহযোগী সংস্থা ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের রিলিফ চেয়ারম্যানপাড়ায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ৮৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৩৬টি নলকূপ স্থাপন, ৫৬টি গরু, ৬৪টি ছাগল, ১৮টি ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে, ৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ও ২৫ জনকে পাপস তৈরি, ১ জন রাজমিস্ত্রি ও ১ জনকে রড বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে ১৮৪ জন মহিলা ও ৬৫ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ১,০৫০ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামগুলো অনুদানপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর দারিদ্র্যবিমোচন হচ্ছে কি না/দারিদ্র্যবিমোচন কতটুকু হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও কত সহযোগিতা প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশনা :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেগুলো পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদের সদস্য, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ২০১০ সাল থেকে ত্রৈমাসিকভাবে 'বিএনএফ বার্তা' প্রকাশ করা হচ্ছে এবং যথাযথ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস :

০২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সারা দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত হয়। ফাউন্ডেশন-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান র‍্যালি করে, বেলুন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি, পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিএনএফ এর প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটা, আলোচনা সভা, বিভিন্ন ক্যাটগরিতে পুরস্কার প্রদান, সহযোগী সংস্থার অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং যমুনা টেলিভিশনসহ বিভিন্ন জাতীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় দিবসটি পালনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের সকল জেলায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি পালন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় দিবস উদযাপনের খবর বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান :

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়। ২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ভিত্তিতে পারফরমেন্স ক্যাটাগরীতে, যে সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান নারী এবং যারা নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে তাদের- নারী ক্যাটাগরি ও উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনী ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সহযোগী সংস্থাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন :

(১) উপকারভোগী :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৫৩টি সহযোগী সংস্থাসমূহকে ১১.৫৪ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রায় ৭ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১১ হাজার পুরুষ এবং ২৪ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৩৫ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

(২) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অফিস ভবন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১২তলা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ইটের গাঁথুনী, গ্লাস স্থাপন, টাইলস স্থাপন, প্লাস্টার ও রঙের কাজ, লিফট স্থাপন, সিঁড়ি নির্মাণ, রেলিং স্থাপন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ডিপ টিউবওয়েলে বোরিং স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এসি, সাব স্টেশন ও জেনারেটর, ইন্টারন্যাল ইলেক্ট্রি ওয়্যারিং, ডিপ টিউবওয়েল পাম্প স্থাপন, ইত্যাদি ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয় ভবন নির্মাণের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকার সংস্থান নিশ্চিত করেছেন। চেয়ারম্যান মহোদয় অর্থ বিভাগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে অফিস ভবন নির্মাণ বাবদ সরকার হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.২৫ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.২৫ কোটি টাকা জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থ বিভাগ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ২৬.৭৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে এবং (৩১-২৬.৭৫) = ৪.২৫ কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।

অবশিষ্ট ৯,৪৮,২৪,৭০৩/- (নয় কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ :

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৬০.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে মোট ৫,১০৭ জন উপকৃত হয়েছেন।

(৪) বিএনএফ এর সাফল্যগাথা :

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিএনএফ এর অর্জনসমূহ নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইটে 'বিএনএফ এর সাফল্যগাথা' প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে সকল স্তরের মানুষ ডাউনলোড করতে ও বিএনএফ এর সাফল্যগাথা সম্পর্কে জানতে পারছেন।

(৫) বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিউজলেটার ওয়েবসাইটে প্রকাশ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিউজ লেটার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ওয়েবসাইট হতে সকল স্তরের মানুষ বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিউজলেটার পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারছেন। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে বিএনএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন।

(৬) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত :

a2i এর সহযোগিতায় সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট সংযুক্ত হয়েছে। ওয়েবসাইটে নানা

ধরনের সেবাবক্স, তথ্য, কার্যক্রম, এসডিজি সংক্রান্ত, যোগাযোগ বক্স, ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে বিএনএফ এর দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন। a2i কর্তৃক প্রদানকৃত ওয়েবসাইট ঠিকানা www.bnf.gov.bd।

(৮) বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC এর National Email System এ সংযুক্ত :

বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC এর National Email System এ সংযুক্ত হয়েছে। ডোমেইন বেজড ই-মেইলের (info@bnf.gov.bd) মাধ্যমে পত্রাদি আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

** সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদলে (ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমসহ) দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচির আওতায় সরকারি অর্থায়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ;

** দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা; সেবা খাতে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশির ভাগ অনুদান ব্যবহারের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেভাবে তাদের সক্ষম করে তোলা;

** সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিএনএফ সরকারের সহযোগী হিসেবে লক্ষ্য পূরণে সমন্বিত উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামীতে বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;

** বিএনএফ এর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যথাযথ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে 'ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে এবং a2i এর সহযোগিতায় কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত EoI প্রকাশ করা হবে;

** বিএনএফ এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল নিরূপণের জন্য 'ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিতরণকৃত অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল জানার জন্য ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন করানোর লক্ষ্যে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে EoI চেয়ে দৈনিক যুগান্তর ও The Financial Express পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। ৪টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে EoI পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল;

** বিএনএফ এর যে সকল সহযোগী সংস্থার অধিক সংখ্যক জনবল রয়েছে, নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে, এরূপ সহযোগী সংস্থাসমূহের নিয়ে একটি 'ব্লাড ডোনার গ্রুপ' তৈরি করা হয়েছে। রক্তদানে সক্ষম এমন কর্মী, উপকারভোগীগণের উদ্বুদ্ধ করে ব্লাড ডোনার গ্রুপের কার্যক্রম চলবে। ব্লাড প্রদানের সকল তথ্য সহযোগী সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সথে যোগাযোগ করে ব্লাড সংগ্রহ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, পিরোজপুর জেলার 'ডাক দিয়ে যাই' নামক সহযোগী সংস্থা বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপস্থিতিতে ১টি ক্যাম্পের মাধ্যমে রক্তদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে;

** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য বিএনএফ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অর্জিত সাফল্য, ইত্যাদির একটি সৃজনশীল যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় 'প্রামাণ্যচিত্র' নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে;

** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর উপকারভোগীগণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপকারভোগীগণ নিজেরা সমিতি গঠন করবে। সহযোগী সংস্থা সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে সমিতি গঠনে সহযোগিতা করবে। সঞ্চয়ের অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগে সহযোগী সংস্থা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। পর্যালোচিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩৮টি সমিতি গঠনপূর্বক ২,১০৩ জন সদস্যকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ :

★ বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বড় সমস্যা হলো তহবিলের অপ্রতুলতা। সিড মানি নির্ভর সংস্থাটি ব্যাংক মুনাফার হার কমে যাওয়ায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং

★ বিএনএফ এর নিজস্ব জনবলের ঘাটতি।

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

(১) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আংশিক সংশোধন সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৩) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮৬,৭৮,৬৫,৩০১/- (ছিয়াশি কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত এক) টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯৪,২৫,৮০,০০০/- (চুরাইব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

(৪) ‘MAHFEL HUQ & CO.’কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

- অনুদান প্রদানের জন্য এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া
- অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা
- বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
- বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
- বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
- বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ
- কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিএনএফ বার্তা
- সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা
- বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান
- কক্সবাজারে বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন
- ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান

অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে অনুদান প্রদানের জন্য এনজিও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়।

ধাপ–১

দরখাস্ত আহবান :

নিবন্ধিত এনজিওসমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সাধারণত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা হয়। আগ্রহী এনজিওসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা প্রদান করে। এ পর্যন্ত ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩ এবং ২০২২ সালে অনুদান প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়।

ধাপ–২

নিম্নবর্ণিত কারণে অনুদানের আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য বিবেচিত হবে :

১। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরম অনুযায়ী পূরণ করত আবেদন না করা হলে;

২। সরকারের বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অন্ততঃ ৩ বছর পূর্বে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে;

৩। স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিরীক্ষণ ফার্ম কর্তৃক কমপক্ষে ২(দুই) বৎসরের নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকলে এবং সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত না করা হ'লে;

৪। এনজিও'র সভাপতি/চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা (Office Bearer) হলে;

৫। যাদের কার্যক্রম কেবল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ;

৬। সংযোজিত সকল জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ফটোকপি সংযুক্ত না করে থাকলে;

৭। আবেদনকারী সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে পূর্বে কখনো অনুদান পেয়ে থাকলে;

৮। আবেদনের সাথে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার ডিডি/পে-অর্ডার সংযুক্ত করা না হলে;

৯। আবেদন ফরমে কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কথাটি লেখা যাবে না। তথ্যটি না থাকলে নাই লিখতে হবে। কোনো ঘর ফাঁকা রাখা যাবে না;

১০। আবেদনকারী সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র সংযুক্ত না করে থাকলে। অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাহী/কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাহী পরিষদের তালিকা সংযুক্ত না করে থাকলে

১১। যে সকল জেলার জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে, সে সকল জেলার বাইরে থেকে আবেদন করা হলে;

১২। সারা দেশব্যাপী যে সব সংস্থার কার্যকরী কমিটিতে যৌক্তিক সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে এবং একই সাথে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধানত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন সব এনজিও ব্যতীত আবেদন করা হলে;

১৩। প্রকল্প প্রস্তাবনা অত্র ফাউন্ডেশনের নিকট নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী না হলে বা ফান্ড স্বল্পতাসহ বিশেষ কোনো কারণে অগ্রহণযোগ্য হলে;

১৪। আবেদনপত্র নিম্নোক্ত কারণে অসম্পূর্ণ হলে:

(ক) নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর (বাংলা ও ইংরেজি) না করে থাকলে;

(খ) আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সিল না থাকলে;

(গ) ওয়েবসাইট এ আপলোডকৃত অনুমোদিত আবেদন ফরম পরিষ্কার হস্তলেখা/কম্পোজ আকারে ফরম হুবহু মিল না রেখে আবেদনপত্র দাখিল করা হলে;

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত না থাকলে;

(ঙ) ব্যাংক হিসাব বিবরণীর (ন্যূনতম সর্বশেষ ছয় মাসের লেনদেনের) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত না থাকলে। সংস্থা যে নামে নিবন্ধিত, ঠিক সেই নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত না হলে;

(চ) হিসাব পরিচালনাকারীদের নাম ও পদবি উল্লেখপূর্বক ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র (মূল কপি) সংযুক্ত না থাকলে;

(ছ) নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি ২ কপি সংযুক্ত না থাকলে;

(জ) প্রস্তাবিত প্রকল্প উপজেলার নাম, ইউএনও-র নাম এবং টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সংযুক্ত না থাকলে ;

(ঝ) প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা (৩ বছরের) সংযুক্ত না থাকলে;

(ঞ) হলফনামা সংযুক্ত না থাকলে;

(ট) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন/পূরণ/সংযুক্ত করা না হলে;

(ঠ) উপযুক্ত ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' বরাবর আবেদন না করা হলে।

উপযুক্ত এনজিওগুলোর মধ্য হতে নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে

১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর আলোকে দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম প্রস্তাব করা হলে;

২। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে;

৩। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড থাকলে;

৪। কর্মসূচির লক্ষ্যবদ্ধ দল অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী হলে;

৫। জনস্বাস্থ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে এমন দুর্বিপাক নিরসন যেমন আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি থাকলে;

৬। পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, মাদক বিরোধী কর্মসূচি থাকলে;

৭। বিশেষ করে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে লাল/সোনালী চাল ও আটার সুফল এবং বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত (ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কারবাইড ইত্যাদি) খাদ্য বা ফল-ফলাদী খাওয়া ও এর ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে গণ সচেতনতামূলক কর্মসূচি থাকলে;

৮। উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম, দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষামূলক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প;

৯। কর্মক্ষেত্র অনগ্রসর এলাকায় হলে।

❖ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত এনজিওদের অনুদান প্রদান করা হবে।

❖ অনুদানের অর্থ লক্ষ্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রদান করা হবে। প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার ও উপযোগিতা যাচাই করার জন্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে।

❖ প্রয়োজনবোধে পি.কে.এস.এফ/এফ.এন.বি/এনজিও নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে কোনো বিশেষ এনজিও সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

ধাপ-৩

পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন :

এ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের জন্য প্রথম দফায় (২০০৫) ৯১৭টি অনুমোদিত আবেদনের মধ্যে ৫৯৮টি এনজিওকে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রথম দফায় অনুমোদিত ৩১১টি আবেদনপত্র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় দফায় (২০০৭) ২,০৪৬টি আবেদন পাওয়া যায়। তারমধ্যে এনজিও বাছাই কমিটি ৪৮৬টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদ সেগুলো অনুমোদন করে এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৪৯টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

তৃতীয় দফায় (২০১৩) ৩৯১টি আবেদন পাওয়া যায় এবং ৭৫টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭৩টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়। এযাবৎ সর্বমোট ১,১২০টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাছাইকৃত এনজিওসমূহকে 'সহযোগী সংস্থা' হিসেবে গণ্য করে তাদের অনুদান প্রদান করে থাকে এবং তাদের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা

অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগীসমূহকে নিয়ে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় উপস্থিত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও করণীয় এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরো কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।

সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ২৫৩টি সহযোগী সংস্থাকে ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ অনুদানে ২২৩টি সহযোগী সংস্থাকে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

অনুদান প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে সকল সহযোগী সংস্থা সঠিক ও যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, সে সকল সংস্থাকে ধাপে ধাপে অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ যাবৎ ১,১২০টি সহযোগী সংস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিশেষ কর্মসূচিসহ সর্বমোট ১৯৩.১৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান প্রদান (মাস অনুযায়ী) :

মাস	অনুদান প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	বিতরণকৃত অনুদান (লক্ষ টাকা)
জুলাই ২০২৩	৪০	১১৬.৭৫
আগস্ট ২০২৩	৫৯	১৫৯.৫০
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৩৫	৮৩.৭৫
অক্টোবর ২০২৩	৬০	১৪৭.৭৫
নভেম্বর ২০২৩	২১	৪৬.০০
ডিসেম্বর ২০২৩	৩৪	৮৬.২৫
জানুয়ারি ২০২৪	৩৭	৯৯.৭৫
ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৩২	৮১.২৫
মার্চ ২০২৪	২৯	৭৮.৭৫
এপ্রিল ২০২৪	৪৫	১৩০.০০
মে ২০২৪	৬১	১৮৪.২৫
জুন ২০২৪	২৩	৬৫.৫০
সর্বমোট	**৪৭৬**	**১,২৭৯.৫০**

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান:

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	১১৬	৩,৬৯৪	৩১৫.৭৫	১,৮২২	৯,৩৬৯
২	গাভি প্রদান	১২১	৬৬৭	৩২৭.৫০	৬৪২	৩,৪৩৯
৩	ভেড়া প্রদান	১৩	৩৮৮	৩৪. ৫০	১৮৯	৯৩৩
৪	খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	৩	৭০০	৮.৫০	৭০	২২০
৫	গাড়ল প্রদান	১	২৮	৩.০০	১৪	৯০
৬	পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান	২২	২০০	৫৯.৭৫	২০০	১,১৩৩
৭	পায়ে চালিত রিকশা প্রদান	২	১৩	৫.০০	১৩	৭৮
৮	সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন প্রদান	২৪	৪০৮	৬২.৫০	৩৫১	১,৬০৭
৯	দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	৪	৯৮	১২.০০	৯৮	৩৬৫
১০	মৃৎশিল্পের টেকসই উন্নয়ন	২	৬৯	৫.০০	৩০	১৮০
১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন	৭	১৪৩	১৭.৫০	১৪৩	৭৩৫
১২	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৮	৩৩৮	২০.৫০	৩৩৮	৯৫৩
১৩	ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	২	৩৯	৮.৭৫	৩৯	১৯৮
১৪	সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	৭২	৬৬৩	১৯৯.৭৫	৬৪৪	৩,০৭৫
১৫	গোড়াপাঁকাসহ নলকূপ স্থাপন	২৩	১৮৮	৫৯.৭৫	৩৩৫	১,৫৯৭
১৬	সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন	৩২	২০৭	৬৯.০০	২৩৩	১,০২৯
১৭	গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ (গাভি ও ছাগল প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ)	৫	১৬২	১৯.৫০	১২৫	৫৫৪
১৮	অন্যান্য	১৯	৫৯৩	৫১.২৫	৫৯১	২,০৬৬
	মোট	**৪৭৬**	**৮,৫৯৮**	**১,২৭৯.৫০**	**৫,৮৭৭**	**২৭,৬২১**

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় (সিএমএসএমই) ঋণ :

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি, শরীয়তপুর	৪০.০০	৯
২	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর	৫০.০০	৬৭
৩	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	৭৫.০০	৩০
৪	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	২০০.০০	১২০
৫	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মাদারীপুর	১০০.০০	৫১
৬	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী	১০০.০০	২৪
৭	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	১০০.০০	৮৪
৮	পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	২৫.০০	১৪
৯	বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটেরিয়েন এইড ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট	৫০.০০	৩০
১০	সমাধান, যশোর	১১৫.০০	৪৮
১১	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	৪০.০০	৭৪
১২	পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা	১২৫.০০	৫০
	মোট	**১,০২০.০০**	**৬০১**

বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন

গাইবান্ধা

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলায় বিএনএফ এর অর্থায়নে কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ এবং বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

গাইবান্ধা জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণ এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

গাইবান্ধা জেলার মতবিনিময় সভায় উপস্থিত উপকারভোগীগণ

তিনি ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় 'আদর্শ সেবা সংস্থা' এর কার্যালয়ে গাইবান্ধা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে এবং বিএনএফ এর অর্থায়নে আদর্শ সেবা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে তাদের গৃহীত কার্যাবলী, উপকারভোগীগণের জীবনমান উন্নয়নে এর প্রভাব এবং গাইবান্ধা জেলায় কোন কোন বিষয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে তা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি দারিদ্র্যবিমোচনে এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে চেয়ারম্যান সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।

বগুড়া

বগুড়ার আরডিএ কনফারেন্স রুমে বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ২ জুলাই ২০২৩ বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এর কনফারেন্স রুমে বগুড়া জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আরডিএ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরডিএ এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন পিএইচডি। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আলোচনা শেষে তিনি সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।

ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার সহযোগী সংস্থা শোভা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ২৫ জুলাই ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় সহযোগী সংস্থা ‘সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ফর ভলান্টারী এ্যাডভান্সমেন্ট (শোভা)’ কর্তৃক বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ ও উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ দিন বিএনএফ এর অনুদানে দরিদ্র মহিলাকে ১টি করে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। সেলাই মেশিন বিতরণ শেষে চেয়ারম্যান শোভা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ২ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি কর্মএলাকার চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিত করে নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

নাটোর

বিএনএফ এর অনুদানে নাটোর জেলার একক আত্মমানবিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১০টি সাওতাল উপজাতি পরিবারে ১০টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণের পর তাঁদের হাতে টয়লেটের নামফলক ও চাবি হস্তান্তর করেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।

তিনি এ দিন সিরাজগঞ্জ হতে নাটোরে এসে নাটোর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ‘একক আত্মমানবিক উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। একক আত্মমানবিক উন্নয়ন সংস্থা বিএনএফ এর অনুদানে ১০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (সাওতাল উপজাতি) পরিবারের জন্য ১০টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করে। জনাব আহসান সভায় উপকারভোগীদের হাতে টয়লেটের নামফলক ও চাবি হস্তান্তর করে তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বিকেলে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলার নজীর কার্যালয়ে জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

লালমনিরহাট জেলার নজীর কার্যালয়ে উপস্থিত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ

জনাব মোঃ রেজাউল আহসন ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ লালমনিরহাট শহরের হাড়িভাঙ্গা এলাকায় অবস্থিত ‘নজীর (নতুন জীবন রচি)’ এর কনফারেন্স রুমে লালমনিরহাট জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ উল্যাহ, জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট সভাপতি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতা বাজারে অবস্থিত বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা সেভ এর চক্ষু হাসপাতালে সেভ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছেন জনাব মোঃ রোজাউল আহসান চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান এ দিন দুপুরে হাতীবান্ধা উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'সেভ' কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতা বাজারে অবস্থিত সেভ চক্ষু হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। সংস্থাটি বিএনএফ এর নিয়মিত অনুদানের ১২টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ৩৫ জনের চোখের ছানি অপারেশন এবং ১২০ জনের মাঝে বিনামূল্যে চশমা ও ঔষধ বিতরণ করে।

পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি স্থলবন্দর সংলগ্ন ১৬নং ভোটবাড়ী (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামে বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে মানসিকা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

একই দিন বিকেলে তিনি সহযোগী সংস্থা 'মানসিকা' কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শনের লক্ষ্যে পাটগ্রাম উপজেলায় যান। পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি স্থলবন্দর সংলগ্ন ১৬নং ভোটবাড়ী (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামে বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে সহযোগী সংস্থা মানসিকা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন। মানসিকা ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশেষ বরাদ্দে ২৭টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ করে। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাটগ্রাম সার্বক্ষণিক বিএনএফ এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে ছিলেন।

লালমনিহাটে বিএনএফ এর সিএমএসএমই অর্থের ঋণ গ্রহণকারীর সাথে কথা বলছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

লালমনিরহাট সদর উপজেলায় করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে নজীর বিএনএফ হতে প্রাপ্ত সিএমএসএমই অর্থের ঋণ বিতরণ করে। চেয়ারম্যান ৭ সেপ্টেম্বর ঐ ঋণগ্রহীতাদের সাথে কথা বলেন। করোনায় ক্ষতিগ্রস্তরা স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারছেন বলে ঋণগ্রহীতাগণের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারেন।

রংপুর

রংপুর জেলার মানব বিকাশ সংস্থা কর্তৃক ছাগল বিতরণ এবং ইনসাফ কর্তৃক নির্মিত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় ও সুধী সমাবেশে জনাব মোঃ রোজাউল আহসান

রংপুর জেলার মানব বিকাশ সংস্থা কর্তৃক ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপকারভোগীগণের অনুকূলে ছাগল বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

রংপুর জেলার 'মানব বিকাশ সংস্থা' বিএনএফ এর অনুদানে ৩৫ জন দুঃস্থ ও অসহায় নারীর প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২টি করে মোট ৭০টি ছাগল প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বিএনএফ এর অনুদানে 'ইনসাফ' ১৬টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিনামূল্যে ১৬টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে।

রংপুর জেলার রেসকিউ কর্তৃক বাস্তবায়িত দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের মাঝে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ এবং জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ৮ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মানব বিকাশ সংস্থা কর্তৃক দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের অনুকূলে ছাগল বিতরণ এবং ইনসাফ কর্তৃক নির্মিত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের চাবি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উপকারভোগীগণের অনুকূলে হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ রকিবুল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মিঠাপুকুর সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলার রেসকিউ কর্তৃক বাস্তবায়িত দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ এবং জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর।

তিনি এ দিন বিকেলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রেসকিউ কর্তৃক বাস্তবায়িত দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের মাঝে বিনামূল্যে ৬২টি ছাগল ও ৪টি সেলাই মেশিন বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ রকিবুল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মিঠাপুকুর, মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, রেসকিউ ও মানব বিকাশ সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

সিলেট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে সিলেট জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সিলেট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে সিলেট জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০২২ সালে সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য বিএনএফ হতে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ১২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

সুনামগঞ্জ

তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০২২ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য বিএনএফ হতে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ১২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের বর্ণনা করেন। হাওড় অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই আগাম বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে বর্ণনা করে হাওড়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভার প্রাক্কালে চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

এ দিন দুপুরে সার্কিট হাউসে জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। চেয়ারম্যান তাঁকে বিএনএফ এর সামগ্রিক কার্যক্রম এবং সুনামগঞ্জ জেলায় বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত কার্যক্রম অবহিত করেন।

সুনামগঞ্জ জেলার আরপিডব্লিউএস কর্তৃক বাস্তবায়িত দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে বিনামূল্যে বকনা গরু বিতরণ করছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।

জনাব আহসান ৩০ সেপ্টেম্বর শান্তিগঞ্জ উপজেলার সদরপুরে সহযোগী সংস্থা 'রুরাল প্রভার্টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (আরপিডব্লিউএস)' কার্যালয়ে বিএনএফ এর অর্থায়নে উপকারভোগীগণের মাঝে বিনামূল্যে বকনা বাছুর বিতরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। মতবিনিময় শেষে ৭ জন উপকারভোগীকে ৭টি বকনা বাছুর হস্তান্তর করেন।

দিনাজপুর

তিনি ২৫ জানুয়ারি দিনাজপুর সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে দিনাজপুর জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আহসান এ দিন জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'কাম টু ওয়ার্ক' কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ দিনাজপুর জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান

রাজশাহী

রাজশাহী জেলায় আশ্রয় এর কনফারেন্স রুমে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ২৭ জানুয়ারি বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে 'চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় ধরইল গ্রামে নির্মিত ৬৯টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন পরিদর্শন করেন। তিনি এ দিন পবা উপজেলায় আশ্রয় এনজিও এর কনফারেন্স রুমে রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পাবনা

চেয়ারম্যান ২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে পাবনা জেলার সহযোগী সংস্থা 'প্রত্যাশা' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'তাঁত, হস্তশিল্প, পণ্য উৎপাদন, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ' প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

তিনি এ দিন পাবনা শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক আয়োজিত মেলায় প্রত্যাশা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপকারভোগীগণের স্টল পরিদর্শন ও উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

পাবনা জেলায় সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রণোদনা ঋণে তাঁত, হস্তশিল্প, পণ্য উৎপাদন, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প পরিদর্শনে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ

পাবনা শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলায় সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপকারভোগীগণের স্টল পরিদর্শনে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ২৯ জানুয়ারি বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা 'পাবনা প্রতিশ্রুতি' এর কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পাবনা জেলায় পাবনা প্রতিশ্রুতি এর কনফারেন্স রুমে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি জেলার আটঘরিয়া উপজেলায় 'শহীদ ডা. ফজলে রাব্বী ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে বাস্তবায়িত গাভি পালন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

পাবনা জেলায় সহযোগী সংস্থা শহীদ ডা. ফজলে রাব্বী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচি পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারমান

পাবনা প্রতিশ্রুতি জালালপুর শাখায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রণোদনা ঋণে পরিচালিত তাঁত কারখানা ও পোল্ট্রি ফার্মসহ ঋণের উপকারভোগীগণের বিভিন্ন প্রকল্প এবং এখানে বিএনএফ এর অনুদানে বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

পাবনা জেলায় বিএনএফ এর প্রণোদনা ঋণে পরিচালিত পোল্ট্রি ফার্ম পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন সেবা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদানকৃত ছাগল পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান ৯ মার্চ ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি 'উন্নয়ন

সেবা কেন্দ্র' কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন ও পরিদর্শনকালে উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা নবারুন ঐক্য সংঘ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৫ এপ্রিল ২০২৪ বগুড়া জেলার শেরপুরে 'নবারুন ঐক্য সংঘ' এর কনফারেন্স রুমে বগুড়া জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে তাদের গৃহীত কার্যাবলীর মাধ্যমে উপকারভোগীগণের জীবনমান উন্নয়নে এর প্রভাব তুলে ধরেন এবং বগুড়া জেলায় কোন কোন সেক্টরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে তা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় শেষে নবারুন ঐক্য সংঘ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

বরিশাল

সেইন্ট বাংলাদেশ এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ১২ এপ্রিল বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা 'সেইন্ট বাংলাদেশ' এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা দরিদ্র মানবিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

একই দিন তিনি জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা গ্রামে বিএনএফ এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা 'দরিদ্র মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (ডিএমইউএস)' কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

পিরোজপুর

পিরোজপুর সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান ১৩ এপ্রিল পিরোজপুর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি 'আত্ম সাহায্য কর্মসূচি (এসএইচপি)' কর্তৃক বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি এবং 'সকলের জন্য কল্যাণ' কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা আত্ম সাহায্য কর্মসূচি হতে সেলাই মেশিন পেয়ে উপকারভোগী কর্তৃক তৈরিকৃত পোষাক দেখছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।

বিএনএফ এর অনুদানে পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা সকলের জন্য কল্যাণ কর্তৃক প্রদানকৃত গাভি পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ১৫ মে সিংগাইর উপজেলা পরিষদ হলরুমে মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় জনাব পলাশ কুমার বসু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিংগাইর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। মতবিনিময় শেষে সহযোগী সংস্থা 'প্রতিবেশী মহিলা উন্নয়ন সমিতি' কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

রংপুর

রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রেসকিউ কর্তৃক ছাগল বিতরণ এবং বিএসইউএস কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তরের লক্ষ্যে উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ১৯ জুন সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় ৩০টি পরিবারের মাঝে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'রেসকিউ' কর্তৃক বিনামূল্যে ৬০টি ছাগল বিতরণ ও একই জেলার সহযোগী সংস্থা 'বৈরাতী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)' কর্তৃক ১৬টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময়ও করেন। তিনি পরে 'বিএসইউএস' কর্তৃক বাস্তবায়িত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ

চেয়ারম্যান ২০ জুন আরকে রোড, গণেশপুর রংপুরে অবস্থিত টিএমএসএস এর ট্রেনিং সেন্টারে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের Organizational Development & Management শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিএনএফ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মজীবনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করেন।

টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ২২ জুন এসকেএস ইন, গাইবান্ধা এর কনফারেন্স রুমে বিএনএফ এর গাইবান্ধা জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি সাঘাটা উপজেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা 'দুঃস্থ জন কল্যাণ সংস্থা' কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

যশোর

বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় পল্লী প্রগতি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের মাঝে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২২ আগস্ট ২০২৩ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'পল্লী প্রগতি সংস্থা' বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে উপকারভোগীগণের মাঝে 'সেমিপাকা টয়লেট' নির্মাণের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিকরগাছা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মেসবা উদ্দীন এবং বাঁকড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাস্টার আনিস-উর-রহমান। এছাড়াও, উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে তিনি ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সেমিপাকা টয়লেট প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

যশোর জেলার এ,এইচ,ডি কর্তৃক বিতরণকৃত ছাগল পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৩ আগস্ট বিএনএফ এর অনুদানে যশোর জেলার 'এসোসিয়েশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এ,এইচ,ডি)' কর্তৃক বিতরণকৃত ছাগল প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের বর্তমান অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে যশোর জেলার কেএসডিএফ কর্তৃক উপকারভোগীগণের মাঝে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

পরিদর্শন শেষে তিনি যশোর জেলার 'কপোতাক্ষ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (কেএসডিএফ)' কর্তৃক বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে ১০ জন উপকারভোগীর মাঝে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিকরগাছা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মেসবা উদ্দীন এবং সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুর রহমান রশিদ।

ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও-এ গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় বিএনএফ হতে বিনামূল্যে প্রদানকৃত বকনা বাছুর পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

২ সেপ্টেম্বর ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ঠাকুরগাঁও 'ইএসডিও-এর কনফারেন্স রুমে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে পরিচালিত কার্যক্রম পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অবহিত হন।

তিনি পরে 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপুর গ্রামের রিলিফ চেয়ারম্যান পাড়ায় গিয়ে পাপোস তৈরির প্রশিক্ষণ ও মেশিন প্রাপ্ত কয়েকজন উপকারভোগী, বকনা বাছুর ও এঁড়ে বাছুর প্রাপ্ত কয়েকজন উপকারভোগীর সাথে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিলিফ চেয়ারম্যান পাড়ার

চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার এবং উপকারভোগীগণের সাথে গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প কীভাবে সফল করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইএসডিও এর কনফারেন্স রুমে ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি বিকেলে ইএসডিও এর কনফারেন্স রুমে ঠাকুরগাঁও জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৩টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান/সভাপতিগণের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদপুর

বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে ফরিদপুর জেলার পিডব্লিউও কর্তৃক উপকারভোগীগণের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

৯ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার 'পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও)' বিএনএফ এর নিয়মিত অনুদানে ফরিদপুর সদর উপজেলার চরাঞ্চলের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৪ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এককালীন নগদ ৬ হাজার টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি এবং বিশেষ অনুদানে ৮ জন উপকারভোগীর অনুকূলে ৮টি রিকশা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষাবৃত্তি ও রিকশা বিতরণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শামসুদ্দীন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি আরডিও জনাব মোঃ আকরামুল কবির। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান সোহেল, ফরিদপুর জেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, চর মাধবদিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তুহিনুর রহমানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৭ অক্টোবর ২০২৩ পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'ডাক দিয়ে যাই'-এর কার্যালয়ে 'স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি), পিরোজপুর এবং সভাপতিত্ব করেন ডাক দিয়ে যাই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব শাজাহান গাজী।

পিরোজপুর জেলায় ডাক দিয়ে যাই কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ ও জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি), পিরোজপুরসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে রক্তদানের উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রতিটি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে একটা ডাটাবেজ তৈরি করা যায় কি না সে বিষয়ে চিন্তা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ৮ অক্টোবর ২০২৩ পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'আত্ম সহায় কর্মসূচি (এসএইচপি)' কর্তৃক বিশেষ অনুদানে উপকারভোগীগণের মাঝে গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর-এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আহমেদ সাব্বির সাজ্জাদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পিরোজপুর সদর; সিভিল সার্জন ডা. হাসনাত ইউসুফ জাকী; জনাব মোঃ ইকবাল কবির, উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পিরোজপুর; জনাব মো: আলতাফ হোসেন, উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পিরোজপুর; জনাব অশোক কুমার সাহা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পিরোজপুর; কাজী রুহিয়া বেগম হাসী, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, পিরোজপুর; জনাব মোঃ আবির হোসেন, অফিসার ইনচার্জ, পিরোজপুর সদর

থানা এবং জনাব সাদুল্লাহ লিটন, ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, পিরোজপুর পৌরসভা। অনুষ্ঠান শেষে ১০ জন উপকারভোগীকে ১০টি গাভি প্রদান করা হয়।

পিরোজপুর জেলায় বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে এসএইচপি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতায় গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ, জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, জেলা প্রশাসক, পিরোজপুরসহ অন্যরা।

ফরিদপুর

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ১৯ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'রাসিন' এর কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের সাথে চলমান কার্যক্রম এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নার্থে কী ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা যায় সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ

বিএনএফ এর অনুদানে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক গাভি বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ২০ অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা' এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২১ অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি), কর্তৃক বিশেষ অনুদানে 'গাভি বিতরণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে তাঁদের মাঝে বিনামূল্যে গরু বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা আরডিসি কর্তৃক বিশেষ অনুদানে গাভি বিতরণ করছেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে আত্মহত্যা, বাল্যবিবাহ ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন আরডিসি এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নারিকেলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা জনাব মোঃ আমিনুর রহমান টুকু, এসডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল ইসলাম সিরাজ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফতেপুর ইউপি সদস্য জনাব আশাদুল ইসলাম, ফতেপুর গাজীরনেছা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

মাগুরা

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন' কর্তৃক নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে চলমান কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়নকৃত স্যানিটেশন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন।

ঝিনাইদহ

বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার ‘প্রভা-সোসাইটি’ কর্তৃক বিশেষ অনুদানে কালীগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের বেদে পল্লীতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মাগুরা

বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে মাগুরা সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

ড. রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি মাগুরা জেলার ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত অনুদান, বিশেষ অনুদান ও প্রণোদনার ঋণে চলমান কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বগুড়া

বগুড়া জেলার ‘ধ্রুব সোসাইটি’ কর্তৃক বিতরণকৃত গাভিপ্রাপ্ত উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১৮ মে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বগুড়া জেলার ‘ধ্রুব সোসাইটি’ কর্তৃক বিতরণকৃত গাভিপ্রাপ্ত ৬ জন উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি জামালপুর গ্রামে সরেজমিনে গাভিগুলো পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

বিয়াম ফাউন্ডেশন রিজিওনাল সেন্টার বগুড়াতে বিসিএস কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১৯ মে BIAM Foundation Regional Centre Bogura-এ অনুষ্ঠিত BCS স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ‘Role of Development Partners (NGOs) in the Development of Bangladesh: A Critical Analysis’ বিষয়ে এবং BCS শিক্ষা ও কারিগরি ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে একই বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

একই দিন তিনি বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে ‘সোপান’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে চলমান কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

মাগুরা

মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা রোভা ফাউন্ডেশন বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (লক্ষিপুর ঋষি সম্প্রদায়) স্যানিটেশন প্রকল্পে ল্যাট্রিন নির্মাণোত্তর আলোচনা সভায় ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

জনাব রহমান ১৮ জুন ২০২৪ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে জেলায় বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (লক্ষিপুর ঋষি সম্প্রদায়) স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পে ল্যাট্রিন নির্মাণোত্তর আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সিনিয়র কর্মকর্তা জনাব আবু তৈয়েব শিকদার।

মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা রোভা ফাউন্ডেশন বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (লক্ষিপুর ঋষি সম্প্রদায়) স্যানিটেশন প্রকল্পে ল্যাট্রিন নির্মাণোত্তর আলোচনা সভায় ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা আরডিসি কর্তৃক বিশেষ অনুদানে বকনা বাছুর বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১৯ জুন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি)’ কর্তৃক বিশেষ অনুদানে ফতেপুর গ্রামের গাজীরননেছা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বকনা বাছুর বিতরণ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব শরীফ শাওন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. আতিবুর রহমান, ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব গোলাম হায়দার লাল্টু, গাজীরননেছা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল কালাম, ড. সামাউল ইসলাম প্রমুখ।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ‘সেবা সংঘ’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে বিষয়খালী গ্রামে ১৬টি দরিদ্র পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ৩২টি ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ খুরশিদ আলম মিঞা, চেয়ারম্যান, ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা সংঘ কর্তৃক ছাগল বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে ছাগল বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

এ দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেলা সদরের এইচএসএস রোডস্থ মুকবুল হোসেন প্লাজার বদরুননেছা কনভেনশন হলে ঝিনাইদহ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০ জুন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার ১৪নং দুধসর ইউনিয়নের ভাটই আদিবাসী পাড়া (বাগদী পাড়া) এবং সদর উপজেলার ৯নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের মধুপুর বাজারের দাস পাড়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা ‘এসডাপ’ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিতরণকৃত গরু পরিদর্শন করেন।

তিনি এ দিন জেলার সহযোগী সংস্থা যৌথ ‘অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)’ কর্তৃক বিশেষ অনুদানে ১০ জন অসহায় ও দুস্থ নারীর মাঝে বিনামূল্যে ১০টি বকনা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নারী সদস্য জনাব মোছাঃ সালমা খাতুনসহ কয়েকটি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা জাগো কর্তৃক বিশেষ অনুদানে গাভি বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে বকনা বাছুর বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

পরে তিনি ১৪নং ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ মিলানায়তনে 'মুক্তির সংগ্রাম' নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী, চেয়ারম্যান ১৪নং ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ ও কয়েকটি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা মুক্তির সংগ্রাম কর্তৃক সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলই মেশিন বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২১ জুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার 'কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থার টিকারী বাজারস্থ কার্যালয়ে নিয়মিত ও বিশেষ বরাদ্দের মোট ৩৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ২টি করে মোট ৬৮টি ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক ছাগল বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে ছাগল বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

বিএনএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও এ বিএনএফ এর প্রণোদনা ঋণ গ্রহীতাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ২৪ জুন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা 'ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)' কর্তৃক শিবগঞ্জে প্রণোদনা ঋণে পরিচালিত স্যানিটারি সরঞ্জামাদী উৎপাদন কেন্দ্র লিমন স্যানেটারিতে যান এবং সেখানে উপস্থিত ৭ জন ঋণ গ্রহীতার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। পরে তিনি রুহিয়া থানাধীন রুহিয়া শাখার ঋণ গ্রহীতা হাজী মোঃ শহীদুল ইসলামের মেসার্স আলীমদ্দিন বস্ত্রালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১২ জন ঋণ গ্রহীতার সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে এ ঋণে পরিচালিত একটি রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন।

ঠাকুরগাঁও এ ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় লক্ষীপুর গ্রামে পাপস তৈরি কর্মসূচি দেখছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

তিনি ২৫ জুন ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত 'গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প' কার্যক্রমের আওতায় লক্ষীপুর গ্রামে যান এবং বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, পাপস তৈরি, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, গৃহ নির্মাণ ও ছাগল পালনকৃত ৯টি পরিবার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ৪৫ জন উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

ঠাকুরগাঁও এ ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

নীলফামারী

নীলফামারী জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে সহযোগী সংস্থা ইউএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

জনাব বিশ্বাস ২৬ জুন নীলফামারী জেলার সহযোগী সংস্থা 'উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)' এর কার্যালয়ে জেলায় কর্মরত ৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ২৭ জুন নীলফামারী সদর উপজেলার ৪নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত ভুটিয়ান গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ইউএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন প্রকল্প' পরিদর্শন করেন। এ দিন তিনি সদর উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দারোয়ানী ধনীপাড়া (হাড়িপাড়া) গ্রামে রবিদাস, হরিজন ও বাশফোর/হাড়ি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণ

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার অনেক ছাত্রী দূরদূরান্ত হতে পায়ে হেঁটে/ভ্যান/অটোতে করে স্কুলে আসা-যাওয়া করে থাকে। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বা টাকা খরচ করে ভ্যান/অটোতে করে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না তাদের। এ কারণে স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেক বাবা মা মেয়েকে যাতায়াত খরচ দিয়ে স্কুলে পাঠাতে না পারায় মেয়ের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবার অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে থাকে মেয়েকে। এছাড়াও এতো কষ্ট করে স্কুলে যাতায়াত করার কারণে ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়ও ব্যয় হয়। ফলে লেখাপড়ায় সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারতো না।

বিএনএফ হতে বাইসাইকেল পাওয়া ছাত্রীদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশা দিচ্ছেন বিএনএফ এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

যে সকল ছাত্রীর বাড়ি হতে স্কুল দূরে এবং আর্থিকভাবে অবস্থা অসচ্ছল সে সকল ছাত্রীর লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান, ঝরে পড়া রোধ ও বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা 'রাজশাহী সোসাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরএসডিপি)'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে মোহনপুর উপজেলার খাঁড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রী এবং বেড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রীর প্রত্যেককে ৭,৮০০/- টাকা মূল্যের একটি করে দুরন্ত বাইসাইকেল প্রদান করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 'আরএসডিপি'কে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়ার ফলে ছাত্রীরা সহজেই স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে, পরিবহন খরচ সাশ্রয় হচ্ছে ও সময়ও বেঁচে যাচ্ছে। ফলে তারা মনোযোগ দিয়ে নতুন উদ্যোমে লেখা-পড়া করতে পারছে। এতে মেয়েকে লেখাপড়া করানোর জন্য পরিবারের উপর খরচের চাপ অনেকটা লাঘব হয়েছে। এর ফলে বাল্যবিবাহও রোধ হয়েছে। এ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন

সহযোগী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় কর্মএলাকায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হয়ে থাকে, যাতে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে এলাকার সর্বসাধারণ অবগত হতে পারেন। তথ্যবোর্ডে কী কী তথ্য উল্লেখ করতে হবে তা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

৩ ফুট

৫ ফুট

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড

০১। কর্মসূচির নাম :

০২। মেয়াদকাল :

০৩। অনুদানের পরিমাণ :

০৪। কর্ম এলাকার গ্রাম, ইউনিয়ন উপজেলা ইত্যাদি :

০৫। কী কী বিষয়ে সহায়তা/প্রশিক্ষণ/ উপকরণাদি/ চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

০৬। উপকারভোগী (কারা বা কত পরিবার হবে যেমন দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী, মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য) :

০৭। অর্থায়নে : বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

০৮। বাস্তবায়নে : (সহযোগী সংস্থার নাম)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিএনএফ বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রতি তিন মাস অন্তর 'বিএনএফ বার্তা' প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ বিএনএফ বার্তায় সাধারণত বিএনএফ-এর অনুদান, বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ কর্তৃক পরিবীক্ষণ, সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়। বিএনএফ বার্তা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত কর্মসূচির জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ অনুদানে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক (চূড়ান্ত) প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করার পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এবং স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সে জন্য বিএনএফ-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিএনএফ কর্তৃক প্রণীত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে সহযোগী সংস্থাকে অতিউত্তম/উত্তম/ সন্তোষজনক/ গ্রহণযোগ্য/স্থগিত ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করে পরবর্তী পর্যায়ের অনুদান প্রদান করা হয়/ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন বিষয়ে অবহিত করা হয়/ক্ষেত্র বিশেষে অনুদান প্রদান স্থগিত করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব/গ্রেড-১ পদ হতে অথবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও-এর সম পদমর্যাদা হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এরূপ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা হিসেবে প্যানেলভুক্ত করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৮ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ২৯২টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	১৫৭	৫৪
উত্তম	৪৬	১৬
সন্তোষজনক	১২	৪
প্রক্রিয়াধীন	৭১	২৪
স্থগিত	৬	২
মোট	**২৯২**	**১০০**

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ৯৯টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	৫২	৫৩
উত্তম	৮	৮
সন্তোষজনক	৪	৪
প্রক্রিয়াধীন	৩৫	৩৫
স্থগিত	০	০
মোট	**৯৯**	**১০০**

২০২৩-২৪ সময়কালে কর্মরত পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

	পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ
১	জনাব সামস উদ্দিন মোঃ রফি সাবেক কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, এসডিএফ
২	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩	ড. এ. টি. এম. আতিকুর রহমান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৪	ড. মোঃ শামছুল আলম অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৫	ড. এ. এস. এম আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৬	জনাব মোঃ নবাবুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ
৭	জনাব মোঃ এনামুল হক এনা অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৮	জনাব মোঃ ওমর ফারুক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৯	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১০	জনাব সুবাস চন্দ্র হালদার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক পিএলসি
১১	জনাব মুন্সী সফিউল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১২	ডক্টর মুহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩	ড. এ কে এম জসীম উদ্দীন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৪	জনাব সুবোল বোস মনি অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৫	জনাব গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
১৬	জনাব মোঃ এনামুল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৭	জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ তালুকদার অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৮	ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম সাবেক পরিচালক, বিজেআরআই
১৯	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১)
২০	ড. মোঃ হুমায়ুন কবির অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২১	ড. মোঃ জাকারিয়া সাবেক সিনিয়র স্পেশালিস্ট, প্রাকটিক্যাল একশন
২২	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৩	ড. মোঃ নজরুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৪	জনাব এ, কে, এম, আবদুছ ছালাম সাবেক প্রধান কান্ট্রি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক
২৫	জনাব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৬	জনাব মোঃ এনামুল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
২৭	কৃষিবিদ শাহ্ মোহাঃ আকরামুল হক সাবেক পরিচালক ২য় গ্রেড কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২৮	জনাব সুব্রত ভৌমিক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

২৬ জুন ২০২৪ বিএনএফ এর সভাকক্ষে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণকে নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

প্রথমেই পরিচয় পর্ব শেষ করে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পরে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বিবেচনার জন্য কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থাপিত পরামর্শসমূহ এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ তাঁদের মতামত প্রদান করেন। উপদেষ্টাবৃন্দ ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনা করে কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, সহযোগী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা অর্জন, ইত্যাদি বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করেন।

সভাপতি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নকালে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ অনুসরণের জন্য পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দকে পরামর্শ প্রদান করেন। একইসাথে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান

ঢাকার উদ্দীপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএনএফ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

ঢাকার উদ্দীপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

টিএমএসএস, রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণে ক্লাস নিচ্ছেন প্রশিক্ষক।

প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থী :

কোর্সসমূহ	যাহাদের জন্য প্রযোজ্য
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ
Management of Finance & Accounts	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Organizational Development & Management	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ
Monitoring & Evaluation	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ

তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :

	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১	টিএমএসএস	ঢাকা, রংপুর, বগুড়া ও নাটোর
২	উদ্দীপন	ঢাকা
৩	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	ঢাকা
৪	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা)	টাঙ্গাইল
৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	যশোর
৬	সুশীলন	সাতক্ষীরা
৭	ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও
৮	আসপাডা ট্রেনিং একাডেমি	ময়মনসিংহ
৯	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশান (ইপসা)	চট্টগ্রাম
১০	সেইন্ট বাংলাদেশ	বরিশাল
১১	আশ্রয় প্রশিক্ষণ	রাজশাহী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণের নিজস্ব অবকাঠামো ও জনবল না থাকায় তালিকাভূক্ত ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ যেন দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে অফিস ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এ সকল বিষয়ের প্রতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তজ্জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যে সব সংস্থার নিজস্ব স্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত জনবল, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল আছে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

টিএমএসএস, ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায়; উদ্দীপন, ঢাকা; ভার্ক, সাভার; বাসা, টাঙ্গাইল; আরআরএফ, যশোর; সুশীলন, সাতক্ষীরা; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; আসপাডা ট্রেনিং একাডেমি, ময়মনসিংহ; ইয়ং পাওয়ার অন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম; সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল এবং আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৩৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসিক প্রশিক্ষণে (৫ দিন) Management of Finance & Accounts (Employees) বিষয়ে ৯৫৮ জন, Management of Finance & Accounts (ED) বিষয়ে ৪৫৫ জন, Organizational Development & Management বিষয়ে ৭২১ জন, Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে ৬৬৬ জন, Monitoring & Evaluation বিষয়ে ৪৪৮ জনকে এবং রিফ্রেশার্স কোর্সে (৩ দিন) ৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কক্সবাজারে বিএনএফ-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন

কক্সবাজার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে হোটেল শৈবালে অনুষ্ঠিত টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

১ ও ২ মার্চ ২০২৪ কক্সবাজার জেলার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের হোটেল শৈবালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও জনাব আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব নাসিম আহমেদ, বিএনএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও মৌলভীবাজার জেলা থেকে আগত ১৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের হোটেল শৈবালে অনুষ্ঠিত টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে উপস্থিতি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্মার্ট বিএনএফ গড়ার লক্ষ্যে সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দকে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য তিনি আহবান জানান। বিএনএফ পরিবার কতটা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার একটা উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে ৫ কোটি টাকার বিশেষ অনুদানের যে কর্মসূচি চলমান রয়েছে তা সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হয়। কিন্তু বিএনএফ তা নিজেদের জন্য ব্যয় না করে গরিব মানুষের উপকারের জন্য ব্যয় করছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএনএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি বলেন, বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের বৃহৎ অংশ মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে আইটি খাতের কনট্রিবিউশন উল্লেখযোগ্য। সুতরাং, আমাদের মতো দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যত বেশি মনোযোগ দেওয়া যাবে তত বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দরিদ্র মানুষের আয় বাড়বে, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। এ কাজটা করার জন্য সর্বপ্রথম যে কোনো সেক্টর বা সিস্টেমকে টেকসই করতে হবে। আর টেকসই করতে হলে যাদের শিক্ষায় ঘাটতি আছে, সম্পদে সমস্যা আছে, সচেতনতার অভাব আছে এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তাদের দক্ষতাই তাদেরকে টিকে থাকতে সহায়তা করবে, সামনে এগিয়ে নেবে এবং টেকসই করবে। দক্ষতা উন্নয়ন না করতে পারলে তাদের কোন উন্নয়নই টেকসই বা স্থায়ী করা যাবে না।

পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, টিম বিল্ডিং সেমিনারের/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুটি জিনিস অর্জন করা যায়-নিজেদেরকে দক্ষ করা ও কমিটেড হওয়া। আজকের সেমিনারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু বিষয়ে নিজেদেরকে দক্ষ করে তোলা এবং উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি কমিটেড হওয়া। কমিটমেন্ট না থাকলে জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার হয় না। দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ এর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সকলকে যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও কমিটমেন্ট নিয়ে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি বলেন, বিএনএফ অনুদান ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনুদানের সাথে ভর্তুকির একটা পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদি অর্থ ব্যবস্থা অনুদানকে উৎসাহিত করে না। মানে হচ্ছে ফ্রিতে কিছুই দেওয়া যাবে না, সামান্য হলেও বিনিময় নিতে হবে। যেমন-সরকার বিভিন্ন কিছুতে সাবসিডি দেওয়ার পরেও কিছু মূল্য নিয়ে থাকে। বিএনএফ যা দিচ্ছে তার বিনিময়ে কিছুই নিচ্ছে না। অনুদানটি কার্যকর হচ্ছে কি না, উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট কি না, এটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করা যাবে কি না তা নিয়ে মনিটরিং করা উচিৎ। মনিটরিং উপদেষ্টাবৃন্দ বছর শেষে মনিটরিং করেন কিন্তু মূল কাজটা সহযোগী সংস্থাই করবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) জনাব নাসিম আহমেদ বলেন, টিমের প্রত্যেকটি অর্গান সমানভাবে কাজ করলে সফলতা আসা সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে অর্গানগুলো ভালোভাবে কাজ না করলে অগ্রগতি হয় না।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান বলেন, এমনভাবে কাজ করতে হবে যে, দেশে কোন হতদরিদ্র লোক থাকবে না। সে লক্ষ্যে বিএনএফ এসডিজির ১৭টি গোলের মধ্যে ৯টি গোল নিয়ে সরাসরি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেককে প্রত্যেককের কাজের প্রতি কমিটেড থেকে স্মার্ট বিএনএফ গড়তে অংশগ্রহণকারী সকলকে তিনি অনুরোধ জানান।

২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে বক্তব্য রাখছেন জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করছেন বিএনএফ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে বক্তব্য রাখছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে বক্তব্য রাখছেন বিএনএফ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালন উপলক্ষ্যে উপস্থিতি

১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসে সহযোগী সংস্থার হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে

২ ডিসেম্বর ২০২৩ পালিত হলো ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস। এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ঢাকা অফিসে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ সমগ্র দেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এ দিবস পালন করে। প্রথম পর্বে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ফাউন্ডেশন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন।

দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, পারফরমেন্স ক্যাটাগরি, উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরি এবং নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটগরিতে মোট ১০টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান, ১০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ২৫.৫০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক প্রদান এবং কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, কাজী রফিকুল আলম ও কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক (অ.দা.) জনাব এস. এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII, বিএনএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ

পারফরমেন্স ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজ্‌ড (রেসকিউ), রংপুর
২	আদর্শ সেবা সংস্থা, গাইবান্ধা
৩	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি) ঝিনাইদহ

উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যশোর
২	পল্লী গণ উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া
৩	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ঢাকা
৪	ডাক দিয়ে যাই, পিরোজপুর

নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	সেইভ দ্যা উইমেন এন্ড চিলড্রেন (এসডব্লিউসি) মাগুরা
২	সমতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, হবিগঞ্জ
৩	জাগরনী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস), নরসিংদী

তৃতীয় অধ্যায়

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি
- সাফল্যগাথা (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

এসডিজি ৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা এবং

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় এবং সব জায়গার সব মানুষ যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি বৈশ্বিক আহ্বান। আমরা স্বপ্ন দেখি এমন এক পৃথিবী যেখানে থাকবে না ক্ষুধা-দারিদ্র্য রোগ-শোক অভাব-অনটন। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আমাদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসডিজির আওতায় ১৭টি মূল অভীষ্ট থেকে ৩৯টি সূচককে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আরও সুসমন্বিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় রোধ করতে হবে। সঠিক ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করলে ২০৩০ সালের আগেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ্য হবো।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহঃ

এসডিজি এর ক্রমিক নং	এসডিজি এর অভীষ্ট	বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২-৮ তে নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আলু চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ ইত্যাদি);
		খাদ্য ও পুষ্টি;
		ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ এবং সবজি চাষ;
৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	স্বাস্থ্য সেবা;
		প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা;
		বয়স্ক শিক্ষা;
		পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;
৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	নারীর ক্ষমতায়ন; সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ;
		বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ;
		নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ;
		কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন;
৬	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা;
৭	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা	সৌর বিদ্যুৎ;
		জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা;
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;
		ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন;
		কর্মজীবী শিশু ও অতিদরিদ্রদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ;
		মাদকবিরোধী গণ সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন;
		নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
		নিরাপদ সড়ক;
		মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিক এবং সাধারণের প্রশিক্ষণ।

সাফল্যগাথা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

গৃহীত কর্মসূচি : গরু প্রদান

বিএনএফ হতে পাওয়া গাভি ও ঐ গাভি হতে পাওয়া বাচ্চার সাথে শেরপুর উপজেলার ইসমাইল হোসেন

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২১-২২ অর্থবছরে বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা 'সোপান'কে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সোপান এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭ জন দরিদ্র ও হতদরিদ্রকে নির্বাচন করে এবং গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৭ জনকে ৭টি বকনা বাছুর প্রদান করে। বাছুর প্রদানের কিছু দিন পর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে 'পিপিআর' ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় এবং নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বাছুরগুলোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ প্রদান করা হয়।

যে ৭ জনকে বাছুর বিতরণ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন ইসমাইল হোসেন। ইসমাইল হোসেনের একমাত্র পেশা ছিল দিনমজুরের কাজ করা। এ সময় তিনি ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। অভাবের সংসারে অশান্তিই ছিল নিত্য সঙ্গী। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থা সোপান খানপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের দিনমজুর ইসমাইল হোসেনকে একটি বকনা বাছুর বিনামূল্যে প্রদান করে। বাছুরটি পাওয়ার পর তিনি অতিযত্নের সাথে লালন-পালন করেন। বাছুরটি হতে কয়েক মাস পর ১টি বাচ্চা হয়। এতে তাঁর অশান্তির সংসারে শান্তির সুবাতাস বয়তে শুরু করে। গাভিটি ২য় বার বাচ্চা দেওয়ায় তিনি ১ম বাচ্চাটি বিক্রি করে দেন। বাচ্চাটি বিক্রি করে একটি ছাগল ক্রয় করেন এবং বাড়ি-ঘর মেরামত করেন এবং একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করেন। ইসমাইল হোসেনের একটি বাড়তি যোগ্যতা হচ্ছে তিনি একজন ভাল দই তৈরির কারিগর। তিনি মানসম্মত দই নিজের বাড়িতে তৈরি করে বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। এতেও তাঁর বেশি লাভ হতে থাকে। ইতোমধ্যে তাঁর বাড়িতে গাভিসহ ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করেছেন। গাভিটির ২য় বাচ্চা ক্রস জাতীয়। বাচ্চাটি দেখতে খুব সুন্দর ও অনেক বড় হয়েছে। ২য় বাচ্চাব বর্তমান আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা।

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

গৃহীত কর্মসূচি : হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বিএনএফ এর অনুদানে গোপালগঞ্জে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বিএনএফ এর অনুদানে গোপালগঞ্জে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাল কুমড়া চাষ

'ভূমিহীন ও হতদরিদ্র কৃষকের বাড়ির আঙিনায় ও ভাসমান ধাপে (হাইড্রোপনিক) পদ্ধতিতে ঋতুভিত্তিক সবজি চাষ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গোপালগঞ্জ জেলার "স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ (এসইউএসজি)"কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের সুবিধা :

১. হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না, যে কোন ফাঁকা জায়গায় ফসল চাষ করা যায়;

২. এ পদ্ধতিতে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব;

৩. এ পদ্ধতির চাষাবাদে আলাদাভাবে সার ও সেচ প্রয়োগের দরকার হয় না;

৪. হাইড্রোপনিক মাটিবিহীন চাষ পদ্ধতি হওয়ায় গাছে মাটিবাহিত কিংবা কৃমিজনিত কোন রোগ হয় না;

৫. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করা হয় বিধায় কীটপতঙ্গের আক্রমন অনেক কম হয়;

৬. কীটপতঙ্গের আক্রমন কম হয় বিধায় কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং এ পদ্ধতিতে কীটনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব;

৭. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সারা বছর কিংবা অমৌসুমেও এ পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও ফুল চাষাবাদ করা সম্ভব;

৮. এ পদ্ধতিতে ছোট এবং বড় পরিসরে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন করা যায়;

৯. ঘরের বারান্দায় বা বসার ঘরে বালতি কিংবা টবে ফুল চাষ করে মনের খোরাক পাওয়া সম্ভব।

পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানিতে ভাসমান অবস্থায় বাইড়া বা ধাপ তৈরি করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকবিহীন অধিক সবজি চাষাবাদ করা হলো এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সাধারণত পানির উপর মাটি ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমের উপর উদ্ভিদ জন্মানোর প্রক্রিয়াই হল হাইড্রোপনিক বা ভাসমান চাষ বা ধাপ চাষ। এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ তার জীবনধারণ ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পানি থেকে অথবা যে মাধ্যমের উপর সে জন্ম নিয়েছে সে মাধ্যম থেকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে। এ চাষে কীটনাশক ও রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এভাবে প্রকল্পটি বেকার ও দরিদ্র কৃষকের পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তাসহ নতুন আত্নকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

অত্র প্রকল্পে ১৬ জন মহিলা এবং ৯ জন পুরুষ উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। ২৫ জন উপকারভোগী ৭৫টি ধাপ তৈরি করে। যেহেতু ধাপ তৈরি করে শাক-সবজির চারা উৎপাদন ও চাষ করতে কোন নির্দিষ্ট জমির প্রয়োজন হয় না এবং ধাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় তাই একজন দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের বাইড়া চাষাবাদ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শুকনা মৌসুমে বাড়ির আঙিনায় ও জমিতে এ ধাপ দিয়ে ঋতুভিত্তিক সবজি চাষ করে লাভবান হয়েছেন।

উপকারভোগীগণের মধ্যে প্রতিটি ধাপ তৈরি খরচ বাবদ ২,৫০০/- টাকা বিতরণ করা হয়। ৭৫টি ধাপ তৈরির জন্য মোট ১,৮৭,৫০০/- টাকা এবং ২৪,৭৫০/- টাকার বিভিন্ন প্রকারের বীজ বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক উপকারভোগীকে হাউড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থার কর্মী প্রত্যেক উপকারভোগীর বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে এ কর্মসূচি মনিটরিং করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার রামনগর গ্রামের বিকাশ গাইনের স্ত্রী মুক্তি গাইন এ কর্মসূচির একজন উপকারভোগী। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে জেলার সহযোগী সংস্থা 'স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ' কর্তৃক ২০২২ সালে 'ভূমিহীন ও হতদরিদ্র কৃষকদের নিয়ে বাড়ির আঙিনায় ঋতুভিত্তিক ও ভাসমান ধাপে সবজি চাষ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা-গোপালগঞ্জ মুক্তি গাইনকে ৩/৫টি ধাপ তৈরির করার জন্য ৭,৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান করে। মুক্তি গাইন অনুদান পেয়ে ১০ ফুট প্রস্ত ও ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ৫টি ধাপ তৈরি করেন। এ ধাপে কোন রাসায়নিক সার ছাড়াই লাউ, শিম, কুমড়া, ডাটা, কচু, লালশাক, ঢেড়স, তরমুজ, কপি, মূলা, পালংশাক, ইত্যাদি চাষ করেন। পরিবারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে ১৮ মাসে ৫টি ধাপ থেকে ৩.২০ লক্ষ টাকার সবজি বিক্রি করেন। এতে প্রায় ১.৪০ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। এতে তার পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি বিভিন্ন সমিতিতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছেন। অথচ পূর্বে কোন রকম চলতো তাঁদের সংসার।

গৃহীত কর্মসূচি : মহিলাদের মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান

বিএনএফ এর অনুদানে মাশরুম চাষ করে মাশরুম সংগ্রহ করছেন ফাহিমা আক্তার, সাথে মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

সমাজে পিছিয়ে পড়া, অসহায় দুঃস্থ বেকার ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারায় তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে থাকেন। যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও অমানবিকও বটে। তাঁদের অবস্থা বিবেচনা করে পুরুষ ও নারীদের মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বিনামূল্যে মাশরুম চাষের উপকরণ প্রদান করা হয়।

মাশরুম চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা 'মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা'কে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ২০২১ সালে ৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হতদরিদ্র ও অসহায় নারী ও পুরুষ বাছাই করে মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে মাশরুম চাষের সহায়ক উপকরণ প্রদান করে। ৩০ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ৫৬টি মাশরুম বীজ, ১টি পানি স্প্রে করার জার, ২টি মাশরুম চাষ করার র‍্যাক, ১টি ওজন পরিমাপক যন্ত্র এবং ২টি মাশরুম প্যাকেজিং ব্যাগ প্রদান করা হয়।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পৌরসভার অন্তর্গত কোল গয়লা গ্রামের জনাব মো. মুঞ্জুর হক এর মেয়ে মোছা. ফাহিমা আক্তার। মুঞ্জুর হকের অভাব অনাটনের সংসারে মেয়েকে ভরণপোষণ ও লেখা-পড়া করানোর সামর্থ্য ছিল না। মেয়েকে ১৪ বছর বয়সে

বিয়ে দেন। বিভিন্ন কারণে স্বামীর সাথে সংসার করা সম্ভব না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এ ঘরে একটি মেয়ে হয়। পরে ফাহিমা আক্তারের পিতা এক রিকশা চালকের সাথে তাঁকে বিয়ে দেন। এ ঘরে একটি প্রতিবন্ধী ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। এক দিকে প্রতিবন্ধী সন্তান অন্যদিকে সংসারে আর্থিক সমস্যা। এ কারণে ফাহিমা আক্তার অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন।

বিএনএফ এর সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা বিএনএফ এর অনুদানে মাশরুম চাষ কর্মসূচিতে ফাহিমা আক্তারকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে অন্যদের সাথে তাঁকেও মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাশরুম বীজ ও মাশরুম চাষের উপকরণ প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ফাহিমা আক্তার অন্যের বাড়ির কাজ ছেড়ে মাশরুম চাষ শুরু করেন। তিনি প্রতি মাসে প্রায় ৭-৮ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারছেন। মাশরুমের আয় হতে তিনি হাঁস-মুরগি ও ছাগল কিনে পালন করছেন। তাঁর অসুস্থ প্রতিবন্ধী সন্তানকে চিকিৎসা করাতে পারছেন এবং প্রতিমাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করছেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে সহযোগিতা পাওয়ার ফলে ফাহিমা আক্তারের মতো অন্য উপকারভোগীগণ আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের প্রতিবেশীরাও মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

গৃহীত কর্মসূচি : ছাগল প্রদান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের উন্নয়নের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য ছাগল পালন কর্মসূচি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ছাগল পেয়ে ভাগ্য বদলে গেছে জোসনা বেগমের।

জোসনা বেগম ও তাঁর ছাগল

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর রাজবাড়ী জেলার সহযোগী সংস্থা 'সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা'কে 'দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে ছাগল প্রদান' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১০ম পর্যায়ে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে। সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়নের অলংকারপুর, জঙ্গল, নতুন ঘুরঘুরিয়া, পটরা, দোনাইখালি, ধর্মতলা ও মহারাজপুর গ্রামে এবং বালিয়াকান্দি ইউনিয়নের বালিয়াকান্দি গ্রাম, দূর্গাবতী, জাবরখোল, মৌপুরী, কুন্দুপাড়া, দুবলাবাড়ি, শালমারা, শ্রীপুর, পশ্চিম বালিয়াকান্দি ও খোদম্যাক্সামি গ্রামে ৪০ জন দরিদ্র ও হতদরিদ্র বাছাই করে প্রত্যেককে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে ১টি করে মা ছাগল প্রদান করে।

সদর ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামের মৃত হাকিম শেখের স্ত্রী জোসনা বেগম। দুটি কন্যা সন্তান রেখে হাকিম শেখ ৭ বছর আগে মারা যান। দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে অভাবে দিন কাটে জোসনা বেগমের। সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা জরিপের মাধ্যমে জোসনা বেগমকে নির্বাচন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ২০১৯ সালে তাঁকে একটি মা ছাগল বিনামূল্যে প্রদান করে। একটি মা ছাগল হতে ৭টি বাচ্চা হয়। তিনি ১টি ছাগল ৮ হাজর টাকায় বিক্রি করে ছাগল রাখার ঘর তৈরি করেছেন। তাঁর ৭টি ছাগল রয়েছে। ৭টি ছাগলের অনুমানিক বাজার মূল্য অর্ধ লাখ টাকা। জোসনা বেগমের স্বপ্ন একটি ছাগলের খামার করা।

হতদরিদ্রদের মাঝে ছাগল প্রদান অনুষ্ঠানে বালিয়াকান্দি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খোদেজা বেগম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ ছাগল তৃণমূলে হতদরিদ্রদের ভাগ্য বদলে দৃষ্টান্ত রাখবে, আমি আশা করি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে বালিয়াকান্দির হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

গৃহীত কর্মসূচি : মোরগ-মুরগি প্রদান ও পালনের জন্য কাঠের খাঁচা প্রদান

হতদরিদ্র মানুষের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাংনীর ৭টি ওয়ার্ডে ৩৫ জন হতদরিদ্র নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রত্যেককে ১১টি করে মুরগি, ২টি করে মোরগ ও ১টি করে কাঠের খাঁচা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

হতদরিদ্রদের উন্নয়নে খাঁচায় দেশীয় মুরগি পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রুরাল ভিশনকে ২০২১ সনে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। রুরাল ভিশন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় এ কর্মসূচি

বাস্তবায়ন করে। খাঁচায় দেশি মুরগি পালন কর্মসূচি এলাকায় বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

৩৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে গাংনীর মৃত খোরশেদ আলীর ছেলে সারোয়ার এক ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে কোনমতে চলছিল তাঁর সংসার। হঠাৎ স্টোক করায় কর্মহীন হয়ে যান সারোয়ার। সংসারে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। কীভাবে চলবে তাঁদের সংসার, ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না স্বামী-স্ত্রী।

রুরাল ভিশন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে খাঁচায় দেশি মুরগি পালন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জরিপ করে সারোয়ারকে উপকারভোগী নির্বাচন করে। উপকারভোগী নির্বাচনের পর তাঁকে বিনামূল্যে ১১টি মুরগি, ২টি মোরগ ও ১টি কাঠের খাঁচা প্রদান করে। তিনি নিজেও ৯টি মুরগি কিনে একত্রে লালন-পালন করতে থাকেন। এ মুরগি হতে তিনি প্রতিদিন ১৭/১৮টি ডিম পাচ্ছেন। ডিম নিজেরাও খেয়ে থাকেন এবং বিক্রি করে থাকেন। এ অর্থ দিয়ে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চলছে এবং সংসারের সহায়তা হচ্ছে। সারোয়ারের স্ত্রী এটিকে একটি ছোট খামার হিসেবে পরিণত করতে চান।

মোরগ-মুরগি পালনে ব্যস্ত উপকারভোগী

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

গৃহীত কর্মসূচি : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের (প্রতিবন্ধী) পুনর্বাসন ও উন্নয়নে ভেড়া প্রদান

ভেড়ি ও ভেড়াকে যত্ন নিচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সাথী বেগম

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ও সমাজের পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র জনগণকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক ভেড়ি/ভেড়া পালন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা 'পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)'-এর মাধ্যমে ভেড়ি/ভেড়া পালন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে ২০১৭ সালে ২.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ৪০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ও অতিদরিদ্রকে ৪০টি ভেড়ি/ভেড়া প্রদান করে। উপকারভোগীগণের বিনামূল্যে ভেড়ি/ভেড়া প্রদানের পাশাপাশি তাঁদেরকে বিনামূল্যে ভেড়ার সম্ভাব্য রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে লিয়াজোঁ করে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ভেড়ি ও ভেড়া বিক্রি করে সাথী বেগমের ক্রয়কৃত গরু

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার মাঝি গ্রামের জনাব মো. জায়দার আলীর একমাত্র মেয়ে মোসা. সাথী খাতুন একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তার একটি হাত নেই এবং একটি

হাত বিকল। তার লেখাপড়া করার প্রতি অদম্য ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তার হাত না থাকায় সে পা দিয়ে লিখে। প্রতিবন্ধীতা তাকে কোন প্রকার বাধাঁ সৃষ্টি করতে পারেনি। তার বাবা-মার বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ায় সে তার নানার বাড়িতে থাকে। তার নানা একজন দিনমজুর।

পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে তাকে একটি ভেড়ি প্রদান করে। সাথী খাতুন ভেড়ি পেয়ে যত্নসহকারে লালন-পালন করে। ভেড়ি হতে বাচ্চা এবং সে বাচ্চা বড় হয়ে বাচ্চা দেয়। ভেড়ি ও ভেড়া নিজে ও তার নানা মিলে লালন-পালন করে। সে প্রায় ১ লক্ষ টাকার ভেড়ি ও ভেড়া বিক্রি করে। এ টাকা দিয়ে সে একটি গরু কিনে ও আবাদ করার জন্য কিছু জমি বর্গা নেয়। সাথী খাতুন ভেড়ি ও ভেড়া, গরু, জমির আয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে।

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

গৃহীত কর্মসূচি : স্কুলে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীদের বাইসাইকেল প্রদান

বিএনএফ হতে রংপুর জেলার বৈরাতী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ছাত্রীদের অনুকূলে বিতরণকৃত বাইসাইকেল

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলা থেকে ৩০ কিমি দূরবর্তী এলাকায় মির্জাপুর ইউনিয়ন। এ এলাকার লোকজন কৃষি কর্মের উপর বেশি নির্ভরশীল। কৃষির অনগ্রসরতা ও ভূমিহীন লোকের সংখ্যাধিক্ষের কারণে বহুলোক দারিদ্র্যসীমার নীচে অতিকষ্টে জীবনযাপন করে থাকেন। তদুপরি এখানে রয়েছে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী লোকের বাস। তারা কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ফলে চিরাচরিতভাবেই তাঁরা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। দরিদ্র হলেও এলাকার মানুষ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী। দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেক ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়।

এলাকার দরিদ্র মেধাবী ও দরিদ্র আদিবাসী মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে যদি ১টি করে লেডিস বাইসাইকেল বিনামূল্যে বিতরণ করা যায় তাহলে একদিকে ঐসব মেয়ে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে পূর্ণ উদ্যোমে নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে এবং লেখাপড়ায় আরও বেশি মনোযোগী হতে পারবে। এ প্রত্যাশাকে সামনে রেখে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদেরকে লেভিস বাইসাইকেল প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাইসাইকেল প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রংপুর জেলার 'ইনসাফ' নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। ইনসাফ এ অনুদানে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২২ জন ছাত্রীকে ২২টি দূরন্ত এঞ্জেলিনা লেডিস বাইসাইকেল প্রদান করে। নুতন বাইসাইকেল পেয়ে ছাত্রীরা অত্যান্ত আনন্দিত হয়। তারা সাইকেলে চড়ে নিয়মিত ও সময় মত স্কুলে যাতায়াত করছে। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে জানা যায় উপকারভোগী ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। পায়ে হাটার কষ্ট থেকে ছাত্রীরা নিষ্কৃতি পেয়েছে এবং অভিভাবকরাও যাতায়াত খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পেয়েছেন। এতে সংসারের ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

এসডিজি ৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

গৃহীত কর্মসূচি : নারীদের ক্ষমতায়নে ভেড়ি/ভেড়া প্রদান

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বসুরাবাদ গ্রামে দরিদ্র কাওরা সম্প্রদায়কে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২০ সালে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। খুলনা জেলার সহযোগী সংস্থা 'নাইস ফাউন্ডেশন' বিএনএফ এর অনুদানে বিনামূল্যে ১৪টি দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের ১৪ জন নারীর প্রত্যেককে ২টি করে ভেড়ি/ভেড়া প্রদান করে। ভেড়ি/ভেড়া প্রদানের পূর্বে তাঁদের পশু পালনের উপর ১ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা উপজেলা; ডা. বঙ্কিম কুমার হালদার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং জনাব সিফাত হোসাইন জয়া, উপজেলা লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

এ প্রশিক্ষণে ভেড়ি/ভেড়ার জাত পরিচিতি, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, রোগ-বালাই ও চিকিৎসা, প্রতিপালন, টিকা প্রদান, পশু পালনের আর্থিক প্রভাব, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালনের প্রক্রিয়া ও কৌশল, খাদ্য, পরিচর্যা ও টিকা দেওয়ার পদ্ধতি, অন্য পশুর সাথে এর তুলনামুলক রোগ, চিকিৎসা ও টিকা দেওয়া পদ্ধতি, জাতীয় পশু নীতিমালা আলোচনা ও বাজার ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাঁরা ভেড়ি/ভেড়া পালন করে বাড়তি আয় করতে সক্ষম হয়েছে, পুষ্টি চাহিদা মিটছে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়েছে। যা দারিদ্র্যবিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বিএনএফ এর অনুদানের ভেড়ি হতে আরতী কবিরাজের ভেড়ি/ভেড়া

বসুরাবাদ গ্রামের মৃত রঞ্জন কবিরাজের স্ত্রী আরতী কবিরাজের ২ মেয়ে ও ১ নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। তাঁর স্বামী কামারের কাজ করতেন। স্বামী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। আরতী কবিরাজের স্বামী না থাকায় ও আয় করার মতো কোন সন্তান না থাকায় নিজে যখন যেটা পান ও মাঠে শ্রম দিয়ে উপার্জন করে সংসার চালান। আয়ের কোনো নির্দিষ্ট বব্যস্থা না থাকায় প্রায় প্রতিদিনই অর্ধাহারে কাটাতে হয়। অর্থাভাবে বড় মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পরও মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে হচ্ছে। ছোট মেয়ের লেখা-পড়া প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে।

নাইস ফাউন্ডেশন বসুরাবাদ গ্রামে দরিদ্র নারীদের নিয়ে বসুরাবাদ নারী সমিতি নামে সমিতি গঠন করে। এ সমতিতে আরতী কবিরাজকে অন্তর্ভূক্ত করে সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে ভেড়ি/ভেড়া প্রতিপালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণের পর আরতী কবিরাজকে বিনামূল্যে ২টি ভেড়ি প্রদান করে। তিনি যত্ন সহকারে ভেড়ি ২টি পালন করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে ২টি ভেড়ি ৪টি বাচ্চা প্রসব করে। এভাবে ২ বারে ৮টি বাচ্চা হয়। ৮টি ভেড়া/ভেড়ি থেকে ৪টি ভেড়া/ভেড়ি ২১ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। এ টাকা দিয়ে বাজারে একটি দোকান নেন। স্বামীর কর্মকারের কাজ নিজে করতে পারায় এ দোকানে তিনি কর্মকারের কাজ শুরু করেন। গ্রামের হাট সপ্তাহে ২ দিন হয়। এ ২ দিন তিনি কর্মকারের কাজ করেন। এখান থেকে ভালো আয় হয়ে থাকে। পরে আরো ৪টি বাচ্চা হয়। এরমধ্যে ৩টি ১৬,৫০০/- টাকায় বিক্রি করেন। ৯ম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন।

গৃহীত কর্মসূচি : নারীর ক্ষমতায়নে সেলাই মেশিন প্রদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ

বিএনএফ হতে প্রাপ্ত সেলাই মেশিনে কাজ করছেন হুমায়রা

২১ বছর বয়সী এক ছেলে সন্তানের জননী মোসাঃ হুমায়রা খাতুন। স্বামী মোঃ হাসান সরদার। তাঁর স্বামী রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী সন্তান মিলে পাঁচ জনের সংসার তাঁদের। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার শিয়ালীডাঙ্গা গ্রামের অন্তর্গত নালুয়া নদীর চরভরাটি খাস জমিতে অস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁদের বসবাস। পরিবারটি সম্পূর্ণ ভূমিহীন।

খুলনা জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'লোকজ' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নবম পর্যায়ে 'দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থান' নামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লোকজ বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর, বটিয়াঘাটা সদর এবং ভান্ডারকোট ইউনিয়ন হতে ২২ জন নারীকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। এ ২২ জনের একজন হুমায়রা খাতুন। ২২ জন উপকারভোগীকে সপ্তাহে চার দিন করে ছয় মাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে লোকজ সংস্থা প্রত্যেককে বিনামূল্যে একটি করে নতুন বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন প্রদান করে। সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বটিয়াঘাটা উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব আহমেদ জিয়াউর রহমান, গঙ্গারামপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদী উজ জামান হাদী, লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব দেব প্রসাদ সরকার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেলাই মেশিন পাওয়ার পর উপকারভোগী ২২ জন নারী তাঁদের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। হুমায়রা খাতুন প্রধানতঃ স্যালোয়ার, কামিজ, ফ্রগ, গোল ফ্রগ, ব্লাউজ, প্লাজু, পেটিকোট, বাচ্চাদের পোশাক, ফতুয়া, চোজ পায়জামা এবং লুঙ্গি সেলাই করে থাকেন। এ কাজে মাসে গড়ে ৫,৫০০-৬,৫০০ টাকা আয় করে থাকেন। এছাড়া করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি নিজের তৈরি মাস্ক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানুষকে প্রদান করে চলেছেন। তিনি জানান, এক হাজারের বেশি মাস্ক বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়ে তাঁদের সংসারে অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান হুমায়রা। 'স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি হুমায়রা আয় করে পরিবারের সহায়তা করতে পারায় সংসারে সচ্ছলতা আসছে।

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

গৃহীত কর্মসূচি : পাহাড়ি এলাকায় খাসিয়া পরিবারের রিং কুয়া স্যালো টিউবওয়েল স্থাপন

বিএনএফ এর স্থাপিত রিং কুয়া স্যালো টিউবওয়েল

পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় অতিদরিদ্র ৪টি খাসিয়া পরিবারের (পরোক্ষভাবে ৫০-৬০টি পরিবারকে) ব্যবহারের জন্য ১,০১,৭৪০/- (এক লক্ষ এক হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা ব্যয়ে ২টি রিং কুয়া স্যালো টিউবওয়েল স্থাপন করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডশন-এর মৌলভীবাজার জেলার সহযোগী সংস্থা জালালাবাদ ফাউন্ডেশন জেলার বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণভাগ ইউনিয়নের পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় ৭নং খাসিয়াপুঞ্জির অতিদরিদ্র দুটি খাসিয়া উপজাতি পরিবারের (পরোক্ষভাবে ৫০-৬০টি পরিবার) পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৫২,৭৯৫/- টাকা ব্যয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায়ের অনুদানে ৩৫ ফুট গভীর একটি রিং কুয়া টিউবওয়েল এবং ৭ম পর্যায়ের অনুদানে ৪৮,৯৪৫/- টাকা ব্যয়ে ৩৫ ফুট গভীর একটি রিং কুয়া টিউবওয়েল স্থাপন করে দেয়। এ দুটি রিং কুয়া টিউবওয়েল স্থাপন করতে সর্বমোট ১,০১,৭৪০/- টাকা ব্যয় হয়।

পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ৭নং খাসিয়াপুঞ্জির ৫০-৬০টি দরিদ্র পরিবারের বৃষ্টির পানি ছাড়া নিরাপদ পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। শীতকালে বৃষ্টির পানি না থাকায় পানির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে থাকে। এ সময় পানির একমাত্র উৎস ছিল সরকারি চা বাগানের গভীর নলকূপ। প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে সমতল এলাকার সরকারি চা বাগানের গভীর নলকূপের পানি বহন করে পুঞ্জির চূড়ায় আনা ছিল অনেক কষ্টসাধ্য। এছাড়া, চা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি ছাড়া পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। বিশেষ কারণে চা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পানি নিয়ে আসা সম্ভব না হলে ঐ দিনে আর পানি সংগ্রহের কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিলো না। ফলে পানির জন্য খাসিয়াপুঞ্জিবাসীর দুরাবস্থার সীমা ছিলো না।

পাহাড়ের টিলার নিচু অংশে সাধারণত এ কুয়া তৈরি করা হয়। প্রথমে গর্ত করে এর ভিতর সিমেন্টের তৈরি রিং স্লাব বসাতে হয়। রিং স্লাবের উপর বিশেষভাবে তৈরি স্টিলের ঢাকনা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়, যাতে আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে। কুয়ায় আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ না থাকলে এ পানি দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কুয়ায় যাতে ময়লা, গাছের পাতা বা অন্যান্য আবর্জনা, পশু পাখির মলমূত্র, ইত্যাদি না পড়ে এজন্য বিশেষভাবে এ ঢাকনা তৈরি করতে হয়। আবার মাঝে মাঝে এ পানি পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ কুয়ার পানি ব্যবহার করতে হয় স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে। টিউবওয়েলটি সাধারণত কুয়া থেকে ১০০-১৫০ ফুট দূরে স্থাপন করতে হয়। টিউবওয়েলের পাইপটি স্থাপিত কুয়ার নিচ হতে আনুমানিক ২.৫-৩ ফুট উপরে সংযোগ করে দিতে হয়। স্বাভাবিক টিউবওয়েলে যেভাবে পানি উত্তোলন করতে হয় এখানেও সেভাবে পানি উত্তোলন করতে হয়। টিউবওয়েল হতে নিরাপদ পানি পাওয়ায় জন্য টিউবওয়েলের গোড়া পাকা করে দিতে হয়। এ কুয়া একবার তৈরি করা হলে ১০/১২ বছর যাবৎ একাধারে পানি পাওয়া যায়।

৫০টি পরিবারের জন্য ২টি রিং কুয়া টিউবওয়েল পর্যাপ্ত না হলেও প্রাথমিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পানির ব্যবহার ও নিরাপদ পানির সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে। প্রতিদিনের

প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ সময় অপচয় হতো ও কষ্টসাধ্য ছিল তাহা ৬০-৭০% লাঘব হয়েছে। নিরাপদ পানি নিশ্চিত হওয়ার কারণে ৫০-৬০টি পরিবারের প্রায় ২৭৫ জন গ্রামবাসী পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাওয়ায় সুস্বাস্থ্য ও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

গৃহীত কর্মসূচি : স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপ্যাক টয়লেট নির্মাণ

বিএনএফ হতে বিনামূল্যে পাওয়া সেমিপাকা টয়লেটের সামনে শাহিনুর ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী

লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের হরিণচড়া গ্রামের দুর্গম চর এলাকাটি নদী বেষ্টিত। বছরের ৬ মাসই পানিতে ঘেরা থাকে। সঙ্গত কারণেই উক্ত এলাকায় জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম খুব কমই দেখা যায়। ফলে সেখানকার বসবাসকারী মানুষ খুব কষ্টে দিনাতিপাত করে থাকেন।

লালমনিরহাট জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থা 'নজীর (নতুন জীবন রচি)' এর মধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দ অনুদান হিসেবে ১৪টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। লালমনিরহাট সদর উপজেলার হরিণচড়া বাঁশদহগ্রাম হতে অসহায় এবং যারা অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করেন এমন ১৪টি পরিবার নির্বাচন করে ১৪টি স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

মজিবর রহমান ও জমিলা খাতুনের ছেলে মো. শাহিনুর ইসলাম। মা, স্ত্রী, সন্তান মিলে ৬ জনের পরিবার যেখানে ৩ বেলা খাবার জুটতো না সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা সে তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁদের বাড়িতে আগে অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ছিল। ফলে দুর্গন্ধ ছড়াতো ও পায়খানার মাছি এসে খাবারে বসতো। অধিকাংশ সময় পরিবারে রোগব্যাধি লেগে থাকতো। বিশেষ করে বন্যার সময় পানিতে বাড়ি ডুবে যাওয়ায় মহিলা ও বাচ্চাদের পায়খানা ব্যবহার করা মোটেও সম্ভব ছিল না। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসলে লজ্জায় পড়তে হতো। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে শাহিনুর ইসলামকে নজীরের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করে দেওয়া হয়। পায়খানা নির্মাণ করার পর পরিবারে রোগব্যাধি কমে গেছে। বন্যার সময় টয়লেট পানিতে ডুবে না, গন্ধ ছড়ায় না ও মাছি দেখা যায় না। মেহমান বাড়িতে আসলে আগের মতো আর লজ্জায় পড়তে হয় না।

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

গৃহীত কর্মসূচি : পরিবেশ দূষণরোধে, ধুয়ামুক্ত ও জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা

উন্নত চুলায় রান্না করছেন সাতক্ষীরার শংকরী রানী দাসী

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। বেশিরভাগ খাবারই আবার রান্না করে খেতে হয়। আর রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় চুলার। অঞ্চল ও মানুষের অভ্যস্ততার ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানভেদে বিভিন্ন ধরণের চুলা রয়েছে। চুলার ধরণ অনুযায়ী জ্বালানির ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-মাটির চুলায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ, খড়-কুটো, পাতা, ঘুটে, ইত্যাদি। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস এবং কেরোসিন চুলায় ব্যবহৃত হয় কেরোসিন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী এবং তারা প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুবিধা সম্পর্কে অবহিত নন। গ্রাম বাংলার আবহমানকাল থেকেই গাছপালার শুকনো কাঠ, পাতা, ঘুটে দিয়ে রান্না করাটা একটি ঐতিহ্য। যেখানে উন্নত চুলা বা গ্যাসের চুলা ব্যবহার অনেক কম। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলাদেশে মাটির তৈরি চুলা ব্যবহার হয়ে আসছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা বারসিক (২০১৩-১৪) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ গ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরই উন্নত চুলার ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার এক গবেষণায় দেখা গেছে, সনাতনী চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায় তার শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ কাজে লাগে। বাকি ৮০-৮৫ ভাগ অপচয় হয়ে যায়। তাছাড়া চুলায় সৃষ্ট বিষাক্ত গরম গ্যাস কার্বন মনোঅক্সাইড ভাসমান অদহনকৃত কণা এবং ধোঁয়া ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং

তা পরিবেশ দূষণ করে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে যারা অনুন্নত চুলায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়া। ২০০৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহস্থলির জ্বালানি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে দুর্বল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সংক্রমণে প্রায় ২১%, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসে প্রতিবন্ধকতাজনিত রোগে ৩৫% এবং ফুসফুসে ক্যান্সারের ফলে ৩% মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ৬৪% মৃত্যুর ঘটনা ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে।

আগে ফসল কাটার পর নাড়া, খড়-কুটা, গরুর গোবর ইত্যাদি জমিতে ফেলে রাখা হতো এগুলো জমিতে পচে জৈব সারে পরিণত হতো। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানির চাহিদা পূরণ করার জন্য গোবর, খড়, কুটো, নাড়া জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার না করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে মাটিতে সারের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে জমি প্রাকৃতিক সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং জমির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, হচ্ছে পরিবেশ দূষণ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'আইডিয়াল'। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন 'উন্নত চুলা স্থাপনের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ' এর লক্ষ্যে আইডিয়ালকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে সংস্থাটি ৭৫টি পরিবারকে উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। প্রতিটি চুলা নির্মাণে ১,৯০০/- টাকা ব্যয় হয়।

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার উত্তর সখিপুর গ্রামের বাসিন্দা তরুন দাস। তাঁর স্ত্রী শংকরী রানী দাসী। তাঁদের ২ মেয়ে। তরুন দাস অন্যের সেলুনে কাজ করতেন। তিনি প্রতিদিন ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা আয় করতেন। আইডিয়াল শংকরী রানী দাসীকে একটি উন্নত চুলা নির্মাণ করে দেয়। উন্নত চুলা পাওয়ার আগে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হতো। এ চুলা ব্যবহারের ফলে এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকার কাঠ জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হচ্ছে। দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে ২০- ২৩ টাকার জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি কালি ধোঁয়া থেকে নারীসহ শিশুরা সুরক্ষা পাচ্ছে। এতে করে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়নও হচ্ছে, কিছুটা হলেও পরিবেশ দূষণ কম হচ্ছে। তাছাড়া, হাড়ি-পাতিল, রান্নাঘর টেকসই হবে। উন্নত চুলার মাধ্যমে রান্না করার সুবিধা দেখে অনেক পরিবার উন্নত চুলা স্থাপন করেছেন।

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

গৃহীত কর্মসূচি : কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ তৈরি

প্রতিষ্ঠানে কর্মব্যস্ত মোঃ কামরুল শেখ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এম.এস.ইউ.এস)' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১০ম পর্যায়ের অর্থায়নে 'সাটিফিকেট ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন' বিষয়ে ২ ব্যাচে ২২ জন ছেলে ও ১৮ জন মেয়েকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ ৪০ জনের মধ্যে ৫ জন ছেলে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করছে এবং ২ জন মেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ দারিদ্র্যদূরীকরণ ও হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১০তম পর্যায়ের অনুদানে ৬ মাসব্যাপী সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

অত্র উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ছোনকা গ্রামের জনাব মো. ছারোয়ার হোসেনের ছেলে মো. কামরুল শেখ বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা 'মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' হতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তার পিতা মোঃ ছারোয়ার হোসেন একজন কৃষক। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে ৫ সদস্যের সংসার। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মো. কামরুল শেখ একজন ছাত্র। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসঙ্গী। অনাহারে-অর্ধাহারে তাঁদের দিন কাটতে থাকে। কিছু করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে সুবিধামতো কিছু করতে পারেনি কামরুল শেখ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগযোগ করে বিনামূল্যে ৬ মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কম্পিউটার বিষয়ে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য কামরুল শেখ কাজের সন্ধান করতে থাকে। অবশেষে সে একটি দোকানে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করে। প্রথমে বেতন কম হলেও কাজ শুরু করে। বর্তমান বেশ ভালো বেতন পাচ্ছে। বেকার থাকাকালীন সে মানসিকভাবে ভালো ছিল না। বর্তমান পরিবার নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

- তহবিল ব্যবস্থাপনা
- নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

তহবিল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ডে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্য মুনাফার ২৫% আয়বিধায়ক তহবিলে জমা এবং ৭৫% অনুদান প্রদান ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা হয়। এ যাবৎ উদ্বৃত্ত জমাসহ আয়বিধায়ক তহবিলে ১২৪.৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট আয়বিধায়ক তহবিলের পরিমাণ ২৮৫.০০ কোটি টাকা।

আয়বিধায়ক তহবিল হতে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যবহারঃ

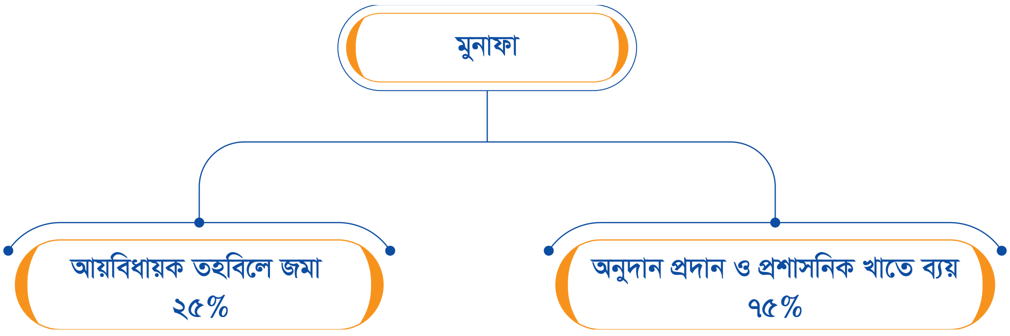

সংলগ্নী-১

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট

আয়

ক্রঃ নং	আয়ের খাতসমূহ	২০২৩-২০২৪ সালের প্রাক্কলিত আয়	২০২৩-২০২৪ সালের প্রকৃত আয়	২০২৪-২০২৫ সালের প্রাক্কলিত আয়
১।	এফডিআর হতে আয়	১৯৬,৫০০,০০০	১৮৯,০০০,০০০	২৬৫,০০০,০০০
	বাদঃ আবগারী শুল্ক	২,২০০,০০০	১,৯০০,০০০	৩,০০০,০০০
	নিট আয়	১৯৪,৩০০,০০০	১৮৭,১০০,০০০	২৬২,০০০,০০০
২।	ব্যাংক এসটিডি হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়	৫,৪০০,০০০	১৩,০০০,০০০	৫,০০০,০০০
৩।	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান	১৫০,০০০,০০০	৫০,০০০,০০০	১০০,০০০,০০০
৪।	ভবন নির্মাণে সরকার হতে বিশেষ অনুদান	১০৫,০০০,০০০	৫২,৫০০,০০০	৪২,৫০০,০০০
৫।	প্রশিক্ষণ ফি	১০০,০০০	৩৪,৬০০	১০০,০০০
৬।	অনুদানের অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ প্রাপ্তি	২০০,০০০	৫০,৭০০	১০০,০০০
৭।	সিপিএফ চাঁদা প্রাপ্তি	১,২৫০,০০০	১,১৬৮,৮৭৬	১,১৭৫,০০০
৮।	ঋণ কার্যক্রম হতে আসল প্রাপ্তি	২৩২,০৩৪,২৭৫	২৩০,২৩৯,২৮০	১৬৫,০০০,০০০
৯।	সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি	১,৬২৪,৯৪৬	২,০৭৭,১৯৬	১,৭৩০,২৫০
১০।	বিবিধ আয়	১,০০০,০০০	৫৭৫,০০০	২০০,০০০
১১।	গত বছরের তহবিল স্থিতি	২৪৮,০৪৯,৭৭৯	৩৩১,১১৯,৬৪৯	৩৬৪,৭৭৪,৭৫০
	সর্বমোট	৯৩৮,৯৫৯,০০০	৮৬৭,৮৬৫,৩০১	৯৪২,৫৮০,০০০

ব্যয়

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	২০২৩-২০২৪ সালের জন্য বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ সালের প্রকৃত ব্যয়	২০২৪-২০২৫ সালের প্রস্তাবিত ব্যয়
ক।	রাজস্ব ব্যয়	৪০,৬০৯,০০০	৩৬,৮৬১,৭১৯	৪৫,৭১০,০০০
খ।	নিয়মিত কর্মসূচি সংক্রান্ত ব্যয়	৮০,৬৫০,০০০	৭৫,৮১৫,২৪৭	১১৭,৫৫০,০০০
গ।	ঋণ বিতরণ	২৭০,০০০,০০০	১১৮,৯৮৩,৫২১	৪১০,০০০,০০০
	বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয়	১৭০,০০০,০০০	৬০,৯০০,০০০	১১০,০০০,০০০
ঘ।	নিয়মিত আর্থিক ব্যয়	১৩,০০০,০০০	১০,৫২৫,৮৮৪	১৫,৫২০,০০০
ঙ।	মূলধন ব্যয় (১)	৯,৭০০,০০০	৪,১৮০	১৩,৮০০,০০০
	মূলধন ব্যয় (২) (অফিস ভবন নির্মাণ)	৩০০,০০০,০০০	১৪৫,০০০,০০০	১৫৫,০০০,০০০
চ।	বিনিয়োগ (এফডিআর)	৫৫,০০০,০০০	৫৫,০০০,০০০	৭৫,০০০,০০০
	মোট (ক+চ)	৯৩৮,৯৫৯,০০০	৫০৩,০৯০,৫৫১	৯৪২,৫৮০,০০০
	সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	-	৩৬৪,৭৭৪,৭৫০	-
	সর্বমোট	৯৩৮,৯৫৯,০০০	৮৬৭,৮৬৫,৩০১	৯৪২,৫৮০,০০০

ফাউন্ডেশনের তহবিল পোর্টফোলিও

বাজেটে প্রাক্কলিত স্থিতি (০১ জুলাই/২৪)	২,৮৫০,০০০,০০০
প্রকৃত স্থিতি (০১ জুলাই/২৪)	২,৯২৭,৭৪৮,৩৩৭
০১ জুলাই/২৪ মোট এফডিআর	২,৮৫০,০০০,০০০
প্রাক্কলিত স্থিতি (০১ জুলাই/২৫)	৩,০০২,৭৪৮,৩৩৭

ফাউন্ডেশনের লোন পোর্টফোলিও

প্রাক্কলিত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (৩০ জুন/২৫)	৯১০,০০০,০০০
প্রকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (৩০ জুন/২৪)	৬১৮,৯৮৩,৫২১
প্রাক্কলিত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (৩০ জুন/২৫) ৳:	৬০৫,৭৭৬,৪১৩
প্রকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (৩০ জুন/২৪)	৪৪০,৭৭৬,৪১৩
ঋণ স্থিতি(৩০ জুন/২৪)	২১২,৯৭৩,৫৮৭
আবর্তক তহবিলে জমার স্থিতি(৩০ জুন/২৪)	২৮৭,০২৬,৪১৩

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
পরিচালক

মোঃ রেজাউল আহসান
চেয়ারম্যান
এনজিও ফাউন্ডেশন

Mahfel Huq & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
The first registered accounting firm in independent Bangladesh
Estd. 1974
An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

Independent Auditor's Report
To the General Body of
Bangladesh NGO Foundation
Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of Bangladesh NGO Foundation "The entity", which comprise the statement of Financial Position as at 30 June 2024, and the statements of Income & Expenditure, the statement of Changes in General Fund and the statement of Receipts & Payments for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the entity as at 30 June 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Qualified Opinion

1. Interest income from FDR has been recognized on a cash basis.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Mahfel Huq & Co. is an independent member firm of AGN International, UK. AGN International is a worldwide association of separate and independent accounting & consulting firms. Each member of AGN operates under its own local or national name and remains autonomous.

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the entity' financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Mahfel Huq & Co. is an independent member firm of AGN International, UK. AGN International is a worldwide association of separate and independent accounting & consulting firms. Each member of AGN operates under its own local or national name and remains autonomous. 50 YEARS

BGIC Tower (4th Floor)
34. Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail: info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

Report on other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, except for the matters described in our "Basis for Qualified Opinion" section, we also report the following:

a) we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the entity so far as it appeared from our examination of those books; and

c) the statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
Partner
ICAB Enrollment No. 1522
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2412181522AS680326

Place: Dhaka
Dated: 18 DEC 2024

Mahfel Huq & Co. is an independent member firm of AGN International, UK. AGN International is a worldwide association of separate and independent accounting & consulting firms. Each member of AGN operates under its own local or national name and remains autonomous.

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Financial Position
As at 30 June 2024

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2024	30 June 2023
ASSETS			
Non-Current Assets		**257,027,177**	**112,006,396**
Property, Plant & Equipment	3.00	5,013,031	4,992,250
Work-in Progress (Office Building)	4.00	252,014,146	107,014,146
Current Assets		**3,566,818,872**	**3,600,156,816**
Advances, Deposits & Prepayments	5.00	29,851,658	29,851,658
Loan to POs	6.00	161,223,581	290,427,149
Cash and Cash Equivalent	7.00	571,773,633	331,256,287
Investment in FDR	8.00	2,803,970,000	2,948,621,722
Total Assets		**3,823,846,049**	**3,712,163,212**
FUND AND LIABILITIES			
Fund		**3,823,663,548**	**3,711,777,566**
General Fund	9.00	1,364,812,619	1,309,975,636
Endowment Fund	10.00	1,625,714,600	1,625,714,600
Revolving Fund	11.00	523,357,697	509,016,855
Gratuity Fund	12.00	-	20,030,433
BNF Office Bhaban Nirman Fund	13.00	309,778,632	247,040,042
Current Liabilities		**182,501**	**385,646**
Provision for Expenses	14.00	182,501	385,646
Total Fund and Liabilities		**3,823,846,049**	**3,712,163,212**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

AGM (Finance) **Managing Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
Partner
ICAB Enrollment No. 1522
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2412181522AS680326

Place: Dhaka
Date: 18 DEC 2024

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA ESTD 1974 Chartered Accountants

4

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Income & Expenditure
For the year ended 30 June 2024

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2023-2024	2022-2023
INCOME			
Income from FDR (General)		181,761,222	163,057,420
Income from ICB AMCL Unit Fund		6,650,000	9,975,000
Grants received from Government		50,000,000	50,000,000
Bank Interest on General Account		2,711,419	2,556,315
Service Charges		2,078,886	3,203,691
Training Fee Received from POs		34,600	186,720
Unexpected Grants Refunded from POs		52,082	118,156
Other Income		130,483	49,276
Total Income		**243,418,692**	**229,146,578**
EXPENDITURE			
Administrative Expenses	**15.00**	33,358,564	32,898,664
Office Rent		3,283,952	3,585,927
Telephone / Mobile Bill		356,526	371,282
Electricity Bill		406,159	314,904
Wasa Bill		75,016	65,587
Vehicle Insurance		335,550	336,348
Garage Rent		69,000	84,000
Income Tax Deducted At Source		893,308	1,247,081
VAT Deducted At Source		909,858	883,431
Land Development Fees		-	3,252
Bank Charge		165,273	181,846
Provision for Gratuity Fund		3,000,000	3,004,000
Provision for Office Bhaban Nirman Fund		-	-
Grants Distribution to Partner NGO's		127,950,000	120,325,000
Monitoring Support Allowance		2,988,000	2,514,000
Grants Distribution Ceremony		169,796	167,493
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums		35,785	49,320
Disscretionary Tahabil		60,000	-
Excise Duty(General Fund)		2,076,000	1,906,000
Team Building Workshop		762,025	917,899
Publications (Library & Documentation)		368,707	419,726
Trainning Expenses of NGOs Representative		555,649	219,130
Prize Distribution Ceremony		13,425	32,301
Protection Material Purchase		-	2,235
Audit Fee		234,750	57,000
Miscellaneous Expenses		17,050	24,563
Depreciation **(Schedule-A)**		438,430	454,843
Total Expenses		**178,522,823**	**170,065,832**
Transfer to Revolving Fund		2,078,886	3,203,691
		180,601,709	**173,269,523**
Excess of Income over Expenditure		**62,816,983**	**55,877,055**

5

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA Chartered Accountants

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2023-2024	2022-2023
Changes in fair value ICB AMCL unit Fund		-	(3,325,000)
Loss on sales of ICB AMCL unit Fund		(7,980,000)	-
Net Excess of Income over Expenditure		**54,836,983**	**52,552,055**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

AGM (Finance) **Managing Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
Partner
ICAB Enrollment No. 1522
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC:2412181522AS680326

Place: Dhaka
Date: 18 DEC 2024

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA ESTD 1974 Chartered Accountants

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Changes in General Fund
For the year ended 30 June 2024

Particulars	Amount
Balance as on 1 July 2023	1,309,975,636
Excess of Income over Expenditure for the year:	54,836,983
Balance as on 30 June 2024	**1,364,812,619**

For the year ended 30 June 2023

Particulars	Amount
Balance as on 1 July 2022	1,257,423,581
Excess of Income over Expenditure for the year:	52,552,055
Balance as on 30 June 2023	**1,309,975,636**

AGM (Finance) **Managing Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Place: Dhaka
Date: 1 8 DEC 2024

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA ESTD 1974 Chartered Accountants

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Receipts & Payments
For the year ended 30 June 2024

Particulars	Amount in Taka	
	2023-2024	2022-2023
OPENING BALANCE		
Cash in Hand	216,637	40,000
Cash at Bank	331,039,649	339,180,858
	331,256,286	**339,220,858**
RECEIPTS		
Interest on FDR (General)	181,761,222	163,057,420
ICB AMCL Unit Fund Profit	6,650,000	9,975,000
Interest on Office Bhaban Nirman FDR	9,485,017	9,786,482
Interest on Gratuity Fund FDR	-	1,052,179
FDR Encashment of Office Bhaban Nirman	194,813,241	184,516,690
Grants received from Government	50,000,000	50,000,000
Grants received from Government as Bhaban Nirman Fund	52,500,000	-
Principle Amount Received from POs as Revolving Fund	231,203,568	178,872,851
Service Charges Received from POs	2,078,886	3,203,691
Bank Interest on SND Account	16,073,408	6,663,646
Training Fee Received from POs	34,600	186,720
Unexpected Grants Refunded from POs	52,082	118,156
Other Income	130,483	49,276
Total receipts	**744,782,507**	**607,482,111**
TOTAL	**1,076,038,793**	**946,702,969**
PAYMENTS		
Administrative Expenses	33,358,564	32,898,664
Office Rent	3,570,879	3,299,000
Telephone / Mobile Bill	356,526	371,282
Electricity Bill	409,626	313,502
Wasa Bill	70,767	64,260
Vehicle Insurance	335,550	336,348
Garage Rent	69,000	84,000
Income Tax Deducted At Source	893,308	1,247,081
VAT Deducted At Source	909,858	883,431
Land Development Fees	-	3,252
Bank Charge	267,633	664,283
Grants Distribution to Partner NGO's	127,950,000	120,325,000
Loan to Partner NGO's	102,000,000	200,000,000
Monitoring Support Allowance	2,988,000	2,514,000
Grants Distribution Ceremony	169,796	167,493
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums	35,785	49,320
Discretionary Tahabil	60,000	-
Excise Duty(General Fund)	2,076,000	1,906,000
Excise Duty(Office Bhaban Nirman FDR)	245,000	240,000
Excise Duty (Gratuity Fund)	-	-
Team Building Workshop	762,025	917,899
Publications (Library & Documentation)	368,707	419,726
Trainning Expenses of NGOs Representative	555,649	219,130

8

MAHFEL HUQ & CO. Chartered Accountants DHAKA

Particulars	Amount in Taka	
	2023-2024	2022-2023
Prize Distribution Ceremony	13,425	32,301
Protection Material Purchase	-	2,235
Furniture Purchase	4,494	16,780
Computer & Accessories Purchase	454,717	137,784
AC purchase	-	137,000
Audit Fee	151,750	57,000
Income Tax Deducted on BNF Office Bhaban Nirman FDR	-	1,749,929
Income Tax Deducted on Gratuity Fund FDR	-	32,189
Investment in Gratuity Fund FDR	-	4,019,990
Expenses of Office Building Construction	145,000,000	50,000,000
Investment in BNF Office Bhaban Nirman FDR	157,500,000	142,313,241
Investment in FDR (General)	55,000,000	50,000,000
Gratuity Fund Provision	3,000,000	-
Transfer of Southeast Bank Ltd. (Ac. No. 0035) to Anutoshik Tahabil	1,051	
Miscellaneous Expenses	17,050	24,563
Total Payments	**638,595,160**	**615,446,683**
CLOSING BALANCE		
Cash in Hand	100,000	216,637
Cash at Bank	571,673,633	331,039,649
	571,773,633	**331,256,286**
TOTAL	**1,210,368,792**	**946,702,969**

Signed as per our annexed report of even date.

AGM (Finance) **Managing Director** **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Place: Dhaka
Date: 18 DEC 2024

MAHFEL HUQ & CO. Chartered Accountants

9